বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল—
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।।

Observance of 119th Foundation Day

Federation Hall Society
(A Heritage Institution)

16TH OCTOBER, 2023

Sponsored by :

STATE BANK OF INDIA

বাংলার মাটি বাংলার জল - গানটির ঐতিহাসিক মূহুর্ত - ফেডারেশন হলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন।

ফেডারেশন হলের ভিত্তি প্রস্তর অনুষ্ঠানের ঐতিহাসিক মূহুর্তে উপস্থিত যুবকবৃন্দ বলেন "আজ বুকের রক্তে ভিত্তি প্রস্তর অনুরঞ্জিত করিয়া দিতে সঙ্কল্প করিয়াছি"। ১৬ ই অক্টোবর, ১৯০৫, রবীন্দ্রনাথ সহ সকলে ভিত্তি স্থাপনের চারিদিকে বেষ্টন করে গেয়ে ওঠেন-

বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক হে ভগবান।

শ্রীযুক্ত আনন্দ মোহন বসু - সভাপতি,
ভিত্তি প্রস্তর যথাস্থানে স্থাপন করেন।
এইদিন প্রথম এই গানটি গীত হয়।
(১৬ ই অক্টোবর, ১৯০৫-২০২৩)

Federation Hall Society

(A Heritage Institution)

119th Foundation Day

16th October 2023

Published by
Secretary
Federation Hall Society
294/2/1 A P C Road
Calcutta-700 009

Printed at
A.K. Laser
294/2/1 A P C Road
Calcutta-700 009

The partition of Bengal in 1905 and its annulment in 1911-12 are landmark in the history of India's struggle of freedom. The partition led the people of Bengal to protest the arbitrary and motivated decision. The protest went through three phases: meeting and memorials, constitution boycott and terrorism. Bengali sentiments were sought to be placed by the eventual revocation of the partition, but the capital of British India was moved to Delhi from Calcutta to check the furore of Bengali militancy.

Against British Government's Resolutions and proclamations; and addresses by Lord Curzon, Sir Charles Tegart, momorials and resolutions adopted at public protest meetings; historic lectures Abdur Rasul, Surendranath Banerjea, Rabindranth Tagore, Bipin Chandra Pal, Krishnakumar Mitra; essays comments and editorials in news papers of the period like "The Bengalee", "Bande Mataram" and "Yugantar" three major contemporary organs of protest offer readers a direct feel of the pulse of the times; and allows social scientist, historian and scholars to study closely the beginning of communal divide that led to the second Partition of 1947.

Dedicated to the Founders and
Who sacrificed themselves
in the SWADESHI movement

১৯০৫

মিলন মন্দির

ফেডারেশন হল সোসাইটি

স্বদেশী আন্দোলন, স্বাধীনতা ও অখণ্ডতার দ্যোতক

Federation Hall, Kolkata

Federation Hall, an iconic landmark of Kolkata, West Bengal, stands as a witness to the momentous agitations that took place against the partition of Bengal in 1905. The scheme to partition Bengal broadly along communal lines, which was formulated as part of the British 'divide and rule' policy, shook the conscience of all Bengalis. To combat this destructive plan, prominent intellectuals such as Rabindranath Tagore and Surendranath Bannerjea proposed the establishment of an **"Akhanda Banga Bhavan"** (United Bengal Building), which would serve as the meeting point for the protestors and agitators. Sister Nivedita, Jagadish Chandra Basu and other major thinkers and politicians enthusiastically supported this proposal, and Sister Nivedita suggested the name "Milan Bhavan" for the complex, which was accepted. On 16th October 1905, thousands of people assembled for the foundation ceremony of the building and commemorated the day by observing hartals to show their protest to the government, and Rakhi ceremonies to demonstrate the unity of all Bengalis. Today, the Federation Hall serves as a library and cultural learning and Institutional activities for the people. On 8th October 2022, a plaque was installed at the building by the Heritage Commission of Bengal to commemorate its historic significance.

Shyamal Kumar Sen

Formerly Governor, West Bengal, Chief Justice, Allahabad High Court, Chairperson, West Bengal Human Rights Commission

50, Ramkanta Bose Street,
Kolkata -700003
Phone: 2555-9333,2533-0343
E-mail: senshyamalkumar66@gmail.com

Date – 9 October 2023

Message

I am very happy that, like last year, our society will also celebrate its Foundation Day on October 16, 2023, and a colourful souvenir will be published on the occasion.

This day in the year, 2005, is a memorable day in the history of our society. Prior to the aforesaid date, Lord Curzon was planning to divide Bengal, and there were protests by many people in different section of the society of Bengal. There was a meeting in the Town Hall in Calcutta where all the leaders protested this policy of partition of Bengal by Lord Curzon in their speeches. Despite this strong opposition, on October 16, 2005, Lord Curzon passed an order for the partition of Bengal. As suggested by all the leaders, Dr. Ananda Mohan Bose, a great scholar, and philanthropist who was bedridden at that time, was requested to lay the foundation stone of the Federation Hall Society. Dr. Bose came in a wheelchair and laid the foundation stone. The name of the hall was chosen by Sister Nivedita as Federation Hall (Milan Mandir). On the aforesaid day, there was a small piece of land where many people around 50 thousand, including all the leaders of Bengal, assembled there in protest of the order for the partition of Bengal passed by Lord Curzon. The 'Arandhan Day', a popular Bengali ritual, was celebrated on that day, and Rabindra Nath Tagore led the procession by singing the song, "Banglar Mati. Banglar Jal, Banglar Bayu, Banglar Fol, Punya Hauk, Punya Hauk, Punya Hauk, Hey Bhagaban". Very recently, our State Government has declared the song as Rajya Sangeet.

A procession in protest was taken with a huge number of people led by Rabindra Nath Tagore to the residence of Late Pashupati Bose at Bagbazar and from there to Beadon Square where the festival of 'Rakhi Bandhan' was celebrated after taking care of by him. It may not be out of place to mention here that the speech written by Dr. Ananda Mohan Bose, an excellent one, was read out by Rashtraguru Surendranath Banerjee as the health of Dr. Bose was not fit for reading the speech. The leaders of the movement stated that they will unsettle the settled fact and in fact, the act was repealed in the year 2011 and the capital was shifted from Calcutta to Delhi by the British. We must today be united and get inspiration from this great movement.

Programme held last year was full of grandeur with solemn ceremony. I think, this year also we shall be able to organise the programme in the same manner. My best wishes to all and pray that, this year the programme will be of all success.

Shyamal Kumar Sen

To
Sri Sisir Banerjee,
Vice-President
Federation Hall Society
Kolkata-700009
E-mail: mailpriyasisir@gmail,com

Federation Hall Society

Name of the Presidents

1965-1978	Phannibhusan Chakraborty
1978-1988	Nirmal Chandra Bhattacharya
1988-1990	Shaibal Kumar Gupta
1990-2012	Kamal Kumar Basu
2012-	Shri Shyamal Kumar Sen

Name of the Secretaries

1965-1973	Biswanath Banerjee	Janardan Pal
1974-1978	Biswanath Banerjee	Nirmal Bose
1978-1987	Saibal Kr. Gupta	J C Paul
1987-1988	Saibal Kumar Gupta	J C Paul
1989-1990	Kamal Kumar Basu	Nrmal Chandra Mukherjee
1990-1994	Nirmal Chandra Mukherjee	Bimal Chandra Roy
1994-1997	Bimal Krishna Ghosh	Bimal Chandra Ray
1997-1999	Bimal Chandra Roy	Prasanta Kumar Ghosh
1999-2002	Bimal Chandra Roy	Pranab Kumar Chowdhury
2002-2006	Bimal Chandra Roy	Kalyan Chandra Dutta
2007-2010	Bimal Chandra Roy	Abani Biswas
2010-2012	Bimal Chandra Roy	Hossenur Rahaman
2012-2016	Bimal Chandra Roy	Samir Kumar Bose
2016-2022	Bimal Chandra Roy	Shri Hara Prasad Chattopadhyay
2022-	Shri Shyamal Kumar Banerjee	Shri Tapas Kanti Chaudhuri

ফেডারেশন হল - মিলন-মন্দিরের ইতিহাস

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ফেডারেশন হলের সূচনা। ভারতের বড়োলাট লর্ড কার্জন-এর বাংলা দেশকে দ্বিখণ্ডিত করবার সরকারি সিদ্ধান্ত জানা গেল ১৯০৫-এর জুলাই মাসে। এই সংবাদ ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালি জাতি ক্রোধে ও বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। এই আন্দোলন কেবল বঙ্গদেশের মধ্যেই সীমিত ছিল না, এর প্রভাব পাঞ্জাব, বোম্বাই প্রেসিডেন্সি ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা বঙ্গভঙ্গ-বিরুদ্ধ সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। ১৯০৫-এর ১৩ জুলাই কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধের মারফত ঘোষিত হল ইংরেজের বিরুদ্ধে সামগ্রিক 'বয়কট' যুদ্ধ।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর উদ্যোগে টাউন হলে ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট রাজা মণীন্দ্রনাথ নন্দীর সভাপতিত্বে হয় ঐতিহাসিক প্রতিবাদ সভা। সভায় জ্বালাময়ী ভাষণ দেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ সেন, অম্বিকাচরণ মজুমদার, সীতানাথ রায়, আশুতোষ চৌধুরী, ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

বঙ্গ বিচ্ছেদ বাঙালিকে এমন তীব্র আঘাত করে, যা আগে কখনো পায়নি তারা। ঐক্যবদ্ধ বাংলার দাবিতে তারা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম' বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের রণহুংকারে পরিণত হল। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন স্বাধীনতাযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়।

চারদিকে বিক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠল, জেগে উঠল বাংলার প্রাণ, বাঙালির দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ। দেশে এল নবজাগরণের সাড়া। সুরেন্দ্রনাথ 'Uncrowned king of Bengal'. যখন শুনলেন - Bangal Partitions Act is almost a settled fact,' তখন দৃঢ়স্বরে বলেছিলেন, 'I shall unsettle the settled fact' - এমনই আত্মবিশ্বাসে তখন এঁরা ভরপুর।

এরপর ২২ সেপ্টেম্বর টাউন হলের সভায় আর একটা প্রস্তাব উঠেছিল - একটা মিলনকেন্দ্র নির্মাণের। দ্বিখণ্ডিত দুই বাংলার অবিচ্ছেদ্য মিলনের প্রতীক হবে এই সৌধ, নাম হবে 'ফেডারেশন হল'। এর জন্য জমিও পাওয়া গেল ২৯৪ নং আপার সার্কুলার রোডে। ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন এর প্রেরণা স্বরূপ, নাম দিলেন "মিলন মন্দির"।

১৬ অক্টোবর - প্রভাত হল। কলকাতার পথে ঘাটে অগণিত মানুষের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসছে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি। দলে দলে মানুষ এগিয়ে চলেছে গঙ্গার দিকে। মাঝে মাঝে পথচারীদের হাতে বেঁধে দিচ্ছে রাখি। কোথাও কোথাও রয়েছে সংকীর্তনের দল। তাদের কণ্ঠে বন্দেমাতরম্ বা দেশাত্মবোধক সঙ্গীত। স্নানের ঘাট জনতাপূর্ণ। সকলের হাতেই রাখি। বিকাল তিনটায় ফেডারেশন হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান। সমবেত মানুষ উপচে পড়ছে। সামনের রাস্তাও ভরে উঠল মানুষে। সেখানে তখন ৫০

হাজারের মত সুশৃঙ্খল জনতা। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য আনন্দমোহন বসুকে নিয়ে আসা হল একটি চেয়ারে। তিনি গুরুতর অসুস্থ। তাঁর লিখিত ভাষণ পাঠ করেন সুরেন্দ্রনাথ। অসাধারণ ভাষণ দেন স্যার গুরুদাস ব্যানার্জি। অনুষ্ঠানের মঙ্গলাচরণ করেন শিখ পুরোহিত বাবা কাউর সিং। স্যার আশুতোষ চৌধুরী ঘোষণাবলি পাঠ করেন ইংরেজিতে।

এ অনুষ্ঠান শেষে বিশাল জনতা খালি পায়ে বাগবাজরে পশুপতিনাথ বসুর বাড়িতে সমবেত হয়েছিল। আগেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, দেশীয় শিল্পে সহযোগিতার জন্য জাতীয় অর্থভাণ্ডার গঠিত হবে। সেই উদ্দেশ্যে এ স্থানে খালি পায়ে হেঁটে উপস্থিত হলেন স্যার আশুতোষ চৌধুরী, অম্বিকাচরণ মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজন। সেখানে তখন বিশাল জনতা। এখানে সংগৃহীত হয়েছিল ৭০ হাজার টাকা। এর বেশির ভাগই ছিল মধ্যবিত্ত সমাজের দান। রাজা মহারাজারাও সামান্য কিছু দিয়েছিলেন। এই দান ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। কোন প্রচার করতে হয়নি। তাঁত ও গৃহশিল্প উন্নয়নে এই অর্থ ব্যয় হবে, স্থির হয়েছিল।

বঙ্গভঙ্গ - আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই জাতীয়বাদের স্ফুরণ ঘটে। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে স্বদেশি, বয়কট ও চরমপন্থী আন্দোলন শেষপর্যন্ত ইংরেজ সরকারকে ওই সিদ্ধান্ত রদ করতে বাধ্য করে। বাংলার অনেক প্রাণের বিনিময়ে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হলে কলকাতা থেকে রাজধানী দিল্লিতে সরিয়ে নেওয়া হয়, আর বাংলাদেশ থেকে পৃথক করা হয় বিহার ও ওড়িশাকে।

মিলন মন্দিরের গৃহ নির্মাণের প্রচেষ্টা শুরু হয় খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীনতার পরে। তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আদেশবলে ফেডারেশন হলের জমি অধিগ্রহণ করা হয়। আদেশ প্রত্যাহারের দাবি জানাতে মিলন মন্দিরের এক প্রতিনিধি দল তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে দেখা করতে যান। ডাক্তার রায় প্রতিনিধিদলকে সোজা 'না' বলে দেন। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন বিমল রায়। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের যুক্তি ছিল, গত পঞ্চাশ বছরে যে ভবন নির্মিত হয়নি, তা আর কখনই হবে না। যুবকদের সঙ্গে কথা বলে ডাক্তার রায় প্রভাবিত হলেন। তিনি ছ'মাসের জন্য আদেশ স্থগিত রাখলেন। আচার্য্য প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রকাশিত সমস্ত পুস্তকগুলির রয়েলটির টাকা দান করেন এবং তাঁর প্রাক্তন ছাত্রদের এবং পরিচিত ব্যাক্তিদের কাছ হতে বেশ বড় রকমের অর্থভাণ্ডার গড়ে তোলেন। সঙ্গে ছিলেন বিমল রায়, বিশ্বনাথ ব্যানার্জী, ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, জ্ঞানাঞ্জন পাল, রবীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রকুমার সান্যাল, জ্যোতিষচন্দ্র রায়, অনিমেষচন্দ্র রায়চৌধুরী, শঙ্কর দাশ ঘোষ প্রমুখ। ১৯৫৩ সালের শেষের দিকে ডঃ প্রমথ নাথ ব্যানার্জির নিরলস প্রচেষ্টায় ভবন নির্মাণে নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়। গড়ে ওঠে এই ভবন।

পূর্ববর্তী সভাপতিসহ জাতীয় নেতা ও মনীষী স্মরণে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা ও বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। মানুষের সাংস্কৃতিক সামাজিক উন্নয়নে নিয়মিত সেমিনারও অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশন হলের লাইব্রেরি এবং বিনামূল্যে পড়ার কক্ষ সাধারণ ও প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পরবর্তীতে একটি ভাষা শিক্ষালয় গঠন করা হয়েছে যাতে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ভাষার পাঠদানকে অত্যন্ত কম খরচে শিক্ষালাভ করা যায় এবং শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সোসাইটির একটি শিশু গ্রন্থাগারও রয়েছে।

এই মিলন মন্দিরকে কেন্দ্র করে এক সময় ধ্বনিত হয়েছিল 'বাংলার মাটি বাংলার জল .... পুণ্য হউক হে ভগবান, 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই'র মতো গানগুলি। স্বদেশী আন্দোলন ও জাতীয়তাবোধের বীজভূমি এই ফেডারেশন হল। শুধু বাংলা নয় সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে আন্তর্জাতিক স্তরে ছড়িয়ে আছে আমাদের এই স্বদেশী - আন্দোলনের কথা। সেই সঙ্গে আবার আমরা স্মরণ করি মহিয়সী ভগিনী নিবেদিতাকে - তাঁর দেওয়া এই মিলন মন্দির নামের।

২০২২ শে ১৬ অক্টোবর ফেডারেশন হলের ১১৯ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে পশ্চিমবঙ্গের হেরিটেজ কমিশনের নীল ফলক স্থাপন করা হয়। ফেডারেশন হল ভারত সরকারের Indian Culture ও Azadi ka Amrit Mahotsav পোর্টালে যুক্ত আছে।

৩০শে আশ্বিন, ১৩১২ বঙ্গাব্দ (১৬ই অক্টোবর, ১৯০৫) রাখিবন্ধন ফেডারেশন হলের প্রতিষ্ঠা

বঙ্গাদর্শন প্রত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের রাখিবন্ধনের প্রস্তাব

'আগামী ৩০-এ আশ্বিন বাংলাদেশ আইনের দ্বারা বিভক্ত হইবে। কিন্তু ঈশ্বর যে বাঙালিকে বিচ্ছিন্ন করেন নাই, তাহাই বিশেষরূপে স্মরণ ও প্রচার করিবার জন্য এই দিনে আমরা বাঙালির রাখিবন্ধনের দিন করিয়া পরস্পরের হাতে হরিদ্রাবর্ণের সূত্র বাঁধিয়া দিব। রাখিবন্ধনের মন্ত্রটি এই 'ভাই ভাই একঠাই।'

এই সঙ্গে ওই দিনটিতে অরন্ধনের প্রস্তাব করলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। তিনি লিখলেন সেই আশ্চর্য উপাখ্যান 'বঙ্গালক্ষ্মীর ব্রতকথা'।

সেই দিনটি এসে পড়ল 'রাখিবন্ধন উৎসব' আরম্ভ হল কলকাতায়। রবীন্দ্রনাথ নেমে এলেন পথে জনসাধারণের মধ্যে। এমনভাবে সাধারণের সঙ্গে মিশে গিয়ে শোভাযাত্রা রবীন্দ্রনাথ আর কখনো করেছেন বলে জানি না। তিনি ছিলেন পুরোভাগে। গঙ্গার ঘাটে অগণিত মানুষ মিলিত হয়ে একসঙ্গে প্রার্থনা করল 'বাংলার মাটি বাংলার জল'। সবাই সবার হাতে রাখি বেঁধে দিল। বিকালে বার হল বিরাট শোভাযাত্রা। আপার সার্কুলার রোড (বর্তমান আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড) দিয়ে শোভাযাত্রা এগিয়ে গেল। তখন এদিকে তত ঘন বসতি গড়ে ওঠেনি। পথে ময়দানে প্রতিষ্ঠিত হল ফেডারেশন হল বা মিলন-মন্দির। সেদিন তার ভিত্তি স্থাপন করলেন আনন্দমোহন বসু। রোগজীর্ণ দেহে তিনি অন্যের সাহায্যে এলেন। তিনি লিখে এনেছিলেন ইংরেজি ভাষণ, তার বাংলা অনুবাদ পাঠ করলেন রবীন্দ্রনাথ। আজও সেই ফেডারেশন হল সেদিনের স্মৃতি বহন করছে। যে কল্পনা নিয়ে এই মিলনমন্দির স্থাপিত হয়েছিল পরবর্তী কালে দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্দেশ্য নিয়েই স্থাপিত হয়েছিল মহাজাতি সদন।

বঙ্গাভঙ্গের সময় রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি গান

বঙ্গাভঙ্গের সময়ে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি গান রচনার জোয়ার আসে। তাঁর এসব গান বেরিয়েছিল ভাণ্ডার পত্রিকায়, কিছু বঙ্গাদর্শনে। এই গানগুলির বিশেষত্ব এই যে, এর সুর সবই আমাদের লোকসঙ্গীতের সুর—রামপ্রসাদি, বাউল, ভাটিয়ালি। রবীন্দ্রনাথের এই সব গানেও আছে মাতৃমূর্তি। কিন্তু তিনি ঐশ্বর্যশালিনী জননী নন, একেবারেই আমাদের ঘরের মা। রবীন্দ্রনাথ দেশের অন্তরকে স্পর্শ করতে চেয়ে এমন সুর এবং এমন ছন্দ রচনা করেছিলেন। কিন্তু উদ্দীপনায় কখনও কখনও তার 'ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ'। তখন যেন মনে হয় আমাদের এই জননীই এক সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের

কল্পনায় হয়ে উঠেছিলেন 'দশপ্রহরণধারিণী'। বঙ্গভঙ্গের উত্তেজনার দিক বাঙালির হৃদয়কে জাগিয়ে তোলবার জন্য এবং অন্তরের আকুলতা উৎসাহ উত্তেজনাকে ভাষা দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথ ১৯০৫-এর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের মধ্যেই চব্বিশটি গান রচনা করেন। সতীশচন্দ্র মুখার্জির ডন সোসাইটির গানের ক্লাসে এই গানগুলির শেখানো হত।

১। এবার তোর মরাগাঙে বান এসেছে
২। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
৩। বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
৪। মা কি তুই পরের দ্বারে
৫। তোর আপনজনে ছাড়বে তোরে
৬। ছি ছি চোখের জলে ভেজাসনে
৭। যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক
৮। যে তোরে পাগল বলে
৯। ওরে তোরা নাই বা কথা বললি
১০। যদি তোর ভাবনা থাকে
১১। আপনি অবশ হলি তবে
১২। জোনাকি কী সুখে ওই ডানা দুটি মেলেছ
১৩। বাংলার মাটি বাংলার জল (এই সময়-পর্বের পূর্বে রচিত)
১৪। ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে
১৫। বিধির বিধান কাটবে তুমি
১৬। সোনার বাংলা
১৭। ও আমার দেশের মাটি
১৮। নিশিদিন ভরসা রাখিস
১৯। বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি
২০। আমি ভয় করব না
২১। আমাদের যাত্রা হল শুরু
২২। আমরা পথে পথে যাবো সারে সারে
২৩। আজ সবাই জুটে আসুক ছুটে
২৪। ওরে ভাই মিথ্যা ভেবো না

এই গানগুলির মধ্যে অনেকগুলি সংকলিত ছিল 'বাউল' পুস্তিকায় (১৩১২) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও বিদেশি বয়কটের ফলে ছাত্রদের মধ্যে দেখা গেল অভূতপূর্ব উদ্দীপনা, সঙ্গে ছিল বন্দেমাতরম ধ্বনি। ইংরেজ সরকার ছাত্রদের সভাসমিতিতে যোগদান নিষিদ্ধ করে আদেশ জারি করল। ফলে তখন ইংরেজ-কর্তৃক বর্জিত জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা গঠিত হল—রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তার অন্যতম পরিকল্পক। জাতীয় শিক্ষা পরিষদে পরে তিনি বক্তৃতাও দিয়েছেন।

৩০-এ আশ্বিন।

৩০-এ আশ্বিন বাঙ্গালার ইতিহাসেরই স্মরণীয় দিন। দেশের ছোট বড় আপামর সাধারণের তীব্র প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া, প্রজাবৃন্দের কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত না করিয়া আট কোটী বঙ্গবাসীর প্রাণে দারুণ আঘাত করিয়া ভারতের ভাগ্য বিধাতা লর্ড কার্জন স্বীয় জেদ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য অদ্য সোণার বাঙ্গালা দেশ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দুইজন শাসন কর্তার হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন। যতদিন জগতের ইতিহাস হইতে বাঙ্গালী জাতি ও বাঙ্গালা দেশের নাম লুপ্ত না হইবে ততদিন কেহ এ কথা ভুলিতে পারিবে না।

আজ দেশময় যে প্রবল আন্দোলনের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে তাহার সঠিক বর্ণনা করে কাহার সাধ্য? এরূপ সর্ব্ব দেশময় ভীষণ আন্দোলন বাঙ্গালার ইতিহাস অভুত পূর্ব্ব ও অশ্রুত পূর্ব্ব, অদ্য কলিকাতা সহরে জাতীয় মিলন মন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা জাতীয় ধনভাণ্ডারের সূত্রপাত প্রভৃতি যে সকল লোক হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠাণ হইয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস আমরা সঞ্জীবনী হইতে সঙ্কলিত করিয়া দিলাম, বাঙ্গালীর প্রাণে যে স্বদেশপ্রীতি ও জাতীয় একতা বন্ধনের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে বিধাতার কৃপায় তাহা স্থায়ী হউক, আমরা বাঙ্গালীর জাতীয় নবজীবন দেখিয়া ধন্য হই।

২৯-এ আশ্বিন রাত্রিকালে বাঙ্গালীর চক্ষে নিদ্রা ছিল না। সে রাত্রি জাগরণে গিয়াছে। রাত্রি প্রভাতে বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ড হইবে, কোন্ বাঙ্গালী সুখশয্যায় নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রিত হইতে পারে? মহাক্লেশে দলিত ও মথিত হইয়া আর কেহ ঘরে থাকিতে পারিল না। শেষ রাত্রিতে রাজপথে বহির্গত হইয়া বাঙ্গালী বাঙ্গালীর গলা ধরিয়া গাহিতে লাগিল।

বাঙ্গালীর পণ, বাঙ্গালীর আশা
বাঙ্গালীর কাজ, বাঙ্গালীর ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক,
সত্য হউক, হে ভগবান।

রাতি ৩টার সময় হইতে সমস্ত কলিকাতা নগরী আকুল প্রার্থনা সঙ্গীতে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। লক্ষ লোক এই আশার বাণী শুনিল

শাসনে যতই ঘেরো
আছে বল দুর্ব্বলেরে।
হওনা যতই বড়
আছেন ভগবান।

যখন রাতি প্রভাত হইল, চন্দ্রমা মলিন বদনে ক্রমে নিষ্প্রভ হইয়া যাইতে লাগিলেন, পূর্ব্বাকাশে তরুণ তপনের কিরণ লেখা উদ্ভাসিত হইল, তখন বাঙ্গালীর দলিত প্রাণে নব আশার সঞ্চার হইতে লাগিল। লক্ষ বাঙ্গালী গর্জ্জিয়া বলিয়া উঠিল—

আমাদের ভাঙ্গা গড়া তোমার হাতে
এমন অভিমান,
তোমাদের এমন অভিমান।

চিরদিন টানবে পিছে,   চিরদিন রাখবে নীচে,
এত বল নাইরে তোমার রবে না সেই টান।

না বাঙ্গালীকে কেহ ভাঙ্গিতে পারিবে না। বাঙ্গালী আপনাকে ভাঙ্গিতে দিবে না। সমস্ত বাঙ্গালী গভীর গর্জ্জনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, আমরা

ভাই ভাই এক ঠাঁই
ভেদ নাই, ভেদ নাই।

বাঙ্গালী প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, যত দিন বঙ্গাদেশ পুনরায় মিলিত না হয়, ততদিন অবিরাম সভা করিবে, অবিশ্রাম আন্দোলন জাগাইয়া রাখিবে, অক্লান্ত মনে বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন করিবে। এই মহা সংগ্রামে বাঙ্গালী আপনাকে বলিদান করিবে, তবু এই সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইবে না।

রাখী বন্ধন

রাত্রি ৩টা হইতে প্রাতঃকাল ৭টা পর্য্যন্ত কলিকাতার সহস্র গলি হইতে সহস্র জাতীয় সংকীর্তনের দল বহির্গত হইয়া গঙ্গাতীরাভিমুখে যাত্রা করিল। ৭টার পর হাওড়ার সেতু হইতে নিমতলার শ্মশানঘাট পর্যন্ত কত লক্ষ লোক যে সমবেত হইয়াছিল, তাহা বর্ণনীয় নয়। সকলেরই নগ্নপদ, সকলেই উত্তরীয়ে গাত্রাচ্ছাদন করিয়া গঙ্গাতীরে গমন করিয়াছেন। কাহারও মুখে হাস্য উল্লাস নাই, গভীর বিষাদমাখা অটল প্রতিজ্ঞা সকলের মুখে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দুস্থানী জাতীয় সঙ্গীত গাহিয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত, কুলিগণ গ্রাম্য ভাষায় জাতীয় সঙ্গীত গাহিয়া, গ্রাম্য ভাষায় জাতীয় সঙ্গীত তৈয়ার করিয়া দলে দলে উপনীত, দোকানদারেরা “একবার তোরা মা বলিয়া ডাক” গাহিতে গাহিতে গঙ্গারঘাটে সমবেত, ব্যবসায়ীরা গভীর গর্জ্জনে সঙ্গীত করিতে করিতে আগত, জমিদার ও প্রজা, শিক্ষক ও ছাত্র, পন্ডিত ও মূর্খ, মহাজন ও দোকানদার, সমস্ত শ্রেণীর লোক গঙ্গাতীরে আসিয়া স্নান করিলেন এবং মনের সমস্ত আবেগ ভরে আজ হইতে আমরা ভাই ভাই হইলাম বলিয়া পরস্পরের হাতে রাখী বন্ধন করিতে লাগিলেন এবং কোলাকোলি করিয়া এক হইয়া গেলেন। সকলের মুখেই এক কথা উচ্চারিত হইল—

“একদেশ এক ভগবান এক জাতি, এক মন প্রাণ।” লক্ষ লোক লক্ষ হস্তে রাখী বন্ধন করিতে লাগিলেন! হিন্দু, মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলের হস্তে রাখীবন্ধন ‘বন্দে মাতরম’ ধ্বনিতে দ্যুলোক ও ভূলোক পরিপূরিত হইতে লাগিল। জনসাধারণ পুলিশের হস্তে রাখী বান্ধিয়া দিলেন। হিন্দু ও মুসলমান পুলিশ আগ্রহের সহিত নিজের হস্তে রাখী বন্ধন করিলেন। হিন্দুগণ কত শ্বেতাঙ্গোর হস্তে রাখী বন্ধন করিয়া তাহাদিগকে ভ্রাতৃত্ব সূত্রে আবদ্ধ করেলিন কলিকাতায় ভ্রাতৃভাবের প্রবল বন্যা বহিতে লাগিল। সে বন্যায় হিন্দু মুসলমান, বাঙ্গালী হিন্দুস্থানী জনসাধারণ ও রাজকর্মচারী এক অখণ্ড প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া উঠিলেন।

বেলা বেশী হইতে লাগিল জনপ্রবাহ কলিকাতার সমস্ত রাজপথ ও গলিতে প্রবেশ করিয়া মহা আলিঙ্গানে সকলকে “এক জাতি এক মন প্রাণ করিয়া তুলিলেন।”

শারদীয় অবকাশের পর আজ বহু সরকারী কার্য্যালয় খুলিয়াছে। কেহ ট্রামে, কেহ অশ্বশকটে

কার্য্যালয় অভিমুখে ছুটিয়াছেন। কলিকাতার সমস্ত চৌমাথায় শত শত যুবক রাখী হস্তে দণ্ডায়মান। তাঁহারা প্রত্যেক ট্রামগাড়ী ও অশ্বশকটে প্রবেশ করিয়া আরোহীদের হস্তে সসম্ভ্রমে রাখী বান্ধিয়া দিতেছেন। কলিকাতার যত রাজপথ, প্রত্যেক পথে সকলেই নগ্নপদে যাইতেছেন। দুই এক জন পথিক ভ্রমক্রমে জুতা পায় দিয়া বহির্গত হইয়াছিলেন, যুবকগণ তাঁহাদের পদধারণ করিয়া তাহাদিগকে জুতা খুলিয়া যাইতে অনুরোধ করিতেছেন। শত শত লোক জুতা হস্তে রাজপথ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। সমস্ত দিন এইরূপে ভ্রাতৃপ্রেমের প্রবল স্রোত বহিতে লাগিল।

দোকান ও বাজার বন্ধ।

যাহারা বলে, কেবল ছাত্রগণ বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদে ব্যথিত হইয়া মহা আন্দোলন করিতেছে—তাহারা বঙ্গের বাজারে বাজারে দোকানে দোকানে, ঘরে ঘরে গমন করিয়া দেখুক সমস্ত বঙ্গের ৪ কোটি বাঙ্গালী এক মন এক প্রাণ হইয়া কি ভীষণ আন্দোলন তরঙ্গে ঝম্প প্রদান করিয়াছে। এক মিউনিসিপাল মার্কেট ব্যতীত বিশাল কলিকাতার সমস্ত বাজার বন্ধ হইয়াছিল। ৩০-এ আশ্বিন আধ পয়সার চূর্ণটুকু পর্য্যন্ত কেহ বিক্রয় করে নাই। পাছে ৩০-এ আশ্বিন বাজার সমূহ বন্ধ হয়, এই ভয়ে ২৯-এ তারিখ বহুসংখ্যক কনষ্টেবল লইয়া অশ্বারোহী পুলিশ ও ইউরোপীয় সার্জ্জেন্টগণ প্রত্যেক বাজারে গমন করিয়াছিলেন। রবিবার দিন সূর্য্যোদয়ের সময় দেখা গেল, প্রত্যেক বাজার বেষ্টন করিয়া পুলিশ অবস্থিতি করিতেছে এবং সকলকে পরদিন বাজার খুলিয়া রাখিতে আদেশ করিতেছে। মেছুনীরা বলিতেছে, "বাবুরা মাছ খাবে না, আমরাও মাছ আনিব না। আমরা বাবুদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছি। মুচিরা বিলাতী জুতা সেলাই করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। আমরা কি মুচি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নই? আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়া বিলাতী কাপড় ছাড়িয়াছি, কাল দোকান বন্ধ করিয়া বাবুদের কার্য্যে যোগ দিব।" তরকারী বিক্রেতা বলিল "কাল অরন্ধন, বাবুদের অরন্ধন, আমাদেরও অরন্ধন।"

সোমবার প্রত্যুষে দেখা গেল সমস্ত বাজারে পুলিশ পাহারা বসিয়াছে কিন্তু বাজার শূন্য। ক্রেতা বা বিক্রেতা একজনও নাই। বাজারের দোকানদারেরা দোকান বন্ধ করিয়াছে। যেমন কলিকাতায় সমস্ত বাজার বন্ধ, সেইরূপ কলিকাতার উত্তর ও দক্ষিণের উপনগর সমূহ ও হাওড়ার বাজার বন্ধ।

কেবল বাজার বন্ধ হয় নাই, ইংরেজ দোকানও বন্ধ ছিল। ময়রার দোকান, জল খাবার দোকান, পানের দোকান, সোডা লেমনেডের দোকান, চার দোকান, দুধ দইয়ের দোকান, বরফের দোকান সমস্ত বন্ধ। কেহ এক পয়সার চিড়া মুড়ি কিনিতে পারে নাই। কেহ শিশুদের জন্য এক ছটাক দুধ সংগ্রহ করিতে পারে নাই। বড় বাজারের সমস্ত কাপড়ের দোকান বন্ধ। রাধাবাজারে চীনাবাজার সমস্ত বন্ধ। কলিকাতা স্বপ্ন রাজ্যের মত প্রতীয়মান হইতেছিল। অধিক কি বলিব, মদের দোকানে মাতাল আধ পয়সার মদ কিনিতে পারে নাই।

গাড়ীর বলদের জীবন বড় দুঃখময়। সোমবার দিন দুচারখানা ব্যতীত কোন গরুর গাড়ী রাস্তায় বাহির হয় নাই! হাজার হাজার গরু সে দিন বিশ্রাম সম্ভোগ করিয়াছে। জেটির মাল জেটিতেই পড়িয়াছিল।

মিউনিসিপাল মার্কেট বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। বাজারের অধ্যক্ষ মিঃ জোন অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া দোকান উন্মুক্ত রাখিয়াছিলেন। ৪ জন মৎস্যজীবী কয়েকটা মাছ আনিয়াছিল কিন্তু অধিকাংশ মাছের

দোকানে মাছ ছিল না। একজন ভদ্রলোক সেই সকল মাছ নিমিষের মধ্যে ক্রয় করিয়া তাহা ধাপার মাঠে প্রোথিত করিবার জন্য প্রেরণ করেন। যে ৪ জন মৎস্যজীবী মাছ আনিয়াছিল, কলিকাতার অন্যান্য মৎসজীবীরা তাহাদিগকে একঘরে করিয়াছে।

কল বন্ধ।

কলিকাতা উপনগরে বহু সংখ্যক পাট, তুলা, ময়দা, তৈলের কল আছে। এই সমস্ত কলের কুলিগণ সে দিন কল হইতে ছুটি লইয়া বন্দে মাতরম বলিয়া বহির্গত হইয়াছিল। শিবপুর পাটকলের কুলিরা যখন বর্হিগত হয়, তখন সহকারী ম্যানেজার তাহাদের বাধা দিতে গিয়াছিলেন। কুলিরা বলিয়াছিল, "আমাদের আজ শোকের দিন, আমরা উপবাস করিয়া আসিয়াছি—আজ কাজ করিতে পারিব না।" সহকারী তবু ছুটী দিতে অস্বীকার করাতে কুলিরা তাঁহাকে পথ হইতে সরাইয়া দিয়া বাড়ী চলিয়া যায়।

কাশীপুরে গবর্ণমেন্টের বন্দুকের কারখানা আছে। তথাকার কুলিরা বন্দে মাতরম বলিয়া সেদিনকার মত কার্য্যালয় হইতে চলিয়া আসিয়াছিল।

সোমবার দিন কলিকাতার শত শত কল হইতে আর বংশীধ্বনি হয় নাই, তীব্র বেগে ধুম নির্গত হইয়া আকাশ কলঙ্কিত করে নাই।

কার্য্যালয় বন্ধ।

সোমবার দিন কলিকাতার প্রায় সমস্ত কার্য্যালয় বেলা ২টার মধ্যেই বন্ধ করিতে হইয়াছিল। পুলিশ আদালত, ইংরেজ সওদাগরদের কার্য্যালয়, ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ের আফিস প্রভৃতির কর্ম্মচারিগণ অনাহারে আসিয়াছিলেন, সুতরাং সমস্ত স্থান বন্ধ করিতে হইয়াছিল।

অরন্ধন।

কলিকাতার হিন্দু পরিবারে সোমবার দিন চুল্লী জ্বলে নাই, যাঁহার ভাবিয়াছিলেন, বাজার ইত্যাদি বন্ধ হইবে না, সুতরাং আহার সামগ্রী অনায়স লভ্য হইবে, তাঁহাদের অনেককে সম্পূর্ণ উপবাস করিতে হইয়াছিল। শত শত মুসলমান সপরিবারে চিড়া মুড়ি খাইয়া দিন কাটাইয়াছেন। বালক বালিকাগণ পর্য্যন্ত ফল মূল খাইয়া প্রসন্নচিত্তে দিন যাপন করিয়াছে। ৪।৫ বৎসরের বালক পর্য্যন্ত বলিয়াছে, "আমি না খাইয়া থাকিব, যদি আমার জন্য কেহ কিছু রান্ধিতে যায়, আমি চুল্লী ভাঙ্গিয়া ফেলিব।"

কলিকাতায় কত শত হোটেল আছে, তাহার সংখ্যা জানি না। সোমবার সমস্ত হোটেল বন্ধ হইয়াছিল।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদে প্রাণে যে গভীর অবর্ণনীয় যাতনা, সে যাতনায় লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে থাকিয়া বিধাতার বর ভিক্ষা করিয়াছে। বিধাতা বাঙ্গালীর প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন। বঙ্গদেশ বহুদিন খণ্ডিত হইয়া থাকিবে না।

মিলন মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন।

লর্ড কার্জ্জন বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ড করিলেন। বঙ্গাদেশকে দ্বিখণ্ড করিবে? এক ভাষা, এক বেশ এক প্রেমের দ্বারা বিধাতা যাহাদিগকে একত্র করিয়াছে, কাহার সাধ্য তাহাদিগকে দ্বিখণ্ড করে? বঙ্গাদেশ দ্বিখণ্ড হইল, আমরা ইহা স্বীকার করিব না। লর্ড কার্জ্জনের হুকুম আমরা একদিন রদ করাইব। বিধাতা আমাদিগকে এই অভয় বাণী শুনাইয়াছেন। লর্ড কার্জ্জনের হুকুম রদ হইবে।

আমরা যে বিভক্ত হই নাই, হইব না, তাহার প্রমাণ স্বরূপ আমরা জীবন্ত প্রতিমা নির্ম্মাণ করিব। যে প্রতিমার নাম "মিলন মন্দির।"

বেলা ৩টার সময় মিলন মন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে, শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু মহাশয় সম্বৎসর কাল রোগ শয্যায় শায়িত, জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে বাস করিতেছেন, তিনি জীবনের মায়া বিসর্জ্জন করিয়া বঙ্গ ভবনের ভিত্তি স্থাপন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, এই সংবাদ লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণে তাড়িত সঞ্চার করিল। বেলা একটার সময় রৌদ্রের প্রখর উত্তাপ অগ্রাহ্য করিয়া দলে দলে জাতীয় সঙ্কীর্তনের দল রাজপথে বহির্গত হইল। উত্তরে বরাহনগর, দক্ষিণে কালীঘাট, পশ্চিমে হাবড়া হইতে শত শত সঙ্কীর্তনের দল লোয়ার সার্কুলার রোড অভিমুখে যাত্রা করিল। ঘর্ম্মাক্ত দেহে কিন্তু অক্লান্ত মনে হাজার হাজার লোক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা স্থানে উপনীত হইলেন। সে স্থানে ক্ষুদ্র সামিয়ানার তলে দুই সহস্র লোক আশ্রয় পাইলেন—প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ লোক মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড কিরণ মাথায় করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। পার্শ্বে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের প্রশস্ত বাটী। সে বাটীতে প্রায় অর্দ্ধ সহস্র মহিলা সমবেত হইবেন। ভিতি প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্রে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, জৈন, শিখ—বাঙ্গালী হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারী, মারহাট্টি এ ইংরেজ সমবেত হইলেন। প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্রে স্থান কুলাইল না, সার্কুলার রোড জন সমাগমে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসুর দেহ দুর্ব্বল হইয়াছে। কিন্তু দৈহিক দুর্ব্বলতা বৃদ্ধির সহিত মানসিক তেজ বিপুল বল লাভ করিয়াছে। আমরা প্রদীপের গ্রাহকবর্গকে তাঁহার প্রতিকৃতি উপহার প্রদান করিলাম, তাঁহাকে কাষ্ঠাসনে উপবেশন করাইয়া কয়েকটী ভদ্র সন্তান তাঁহাকে গৃহ হইতে বহন করিয়া আনিলেন। এমন মহাপুরুষকে বহন করিয়া ধন্য হইয়া গেলেন। ডাক্তার নীলরতন সরকার ও ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য সভয়ে সতর্ক হইয়া তাঁহার সঙ্গে আসিলেন। বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু আশুতোষ চৌধুরী, বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার, বাবু যোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি তাঁহার অনুসরণ করিলেন। তখন ৫০ সহস্র লোকের কণ্ঠ হইতে যে বিপুল বন্দে মাতরম ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল, জীবনে কেহ কখনও তাহা ভুলিতে পারিবে না। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের পর কোন রাজনীতিক ব্যাপারে যোগ দিতে পারেন নাই। সমস্ত জাতির মহা বিপদের সময় আর তিনি গৃহে থাকিতে পারিলেন না। তিনি প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া বহু লোক আনন্দে অধীর হইয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইল। অযুত কণ্ঠ বন্দে মাতরম রবে চতুর্দিক নিনাদিত করিয়া তুলিল। নাটোরের মহারাজা, শোভাবাজারের মহারাজ কুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ, তেওথার জমিদার রায় পার্ব্বতীশঙ্কর চৌধুরী, টাঙ্গাইলের জমিদার মিঃ গজনবি, সন্তোষের জমিদার বাবু প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, লাথুটিয়ার জমিদার বাবু দেবকুমার রায় চৌধুরী, কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন কবিরত্ন, বালিয়াটীর জমিদার বাবু সাধুচরণ রায় চৌধুরী,

স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের পৌত্র ও জামাতা, ডাক্তার কালীকৃষ্ণ বাগছী, ডাক্তার কার্ত্তিকচন্দ্র বসু, বাবু মতিলাল ঘোষ, বহুসংখ্যক মাড়োয়ারী ও মুসলমান চন্দ্রাতপতলে আসন গ্রহণ করিলেন। সভার কার্য্য আরম্ভ হইল—সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় তেজ অবর্ণনীয়। তিনি বলিলেন যেদিন অনন্তের সহিত মিলিত হইব, সেদিনের বিলম্ব নাই। সুতরাং আমার জীবনের আজ শেষ বক্তব্য যাহা তাহাই প্রকাশ করিতেছি—এ জীবনে আর বোধ হয় আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। বসু মহাশয়ের বাক্য শুনিয়া কেহই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

ইহার পর বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বসু মহাশয়ের লিখিত বক্তৃত পাঠ করিলেন। সে বক্তৃতার মর্ম্মমাত্র আমরা নিয়ে প্রকাশ করিতে সক্ষম হইলাম।

সভাপতির বক্তৃতা।

এক অখণ্ড বঙ্গরাজ্যের অধিবাসিগণ,
হিন্দু ও মুসলমান প্রিয় সুহৃদদ্‌গণ,

পুরাকালের এক জন ঋষি এই বলিয়া দেবতাদিগকে ধন্যবাদ অর্পণ করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাদিগের কৃপায় কপিলাবস্তুর বুদ্ধদেবের ধরাগমন দেখিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন, আমি ঋষি নহি; কোন ঋষির পদধুলি গ্রহণের উপযুক্ত নহি; কিন্তু তবু আজ আমি এই বলিয়া বিশ্বপিতাকে ধন্যবাদ দিই যিনি ইংরেজ ও ভারতবাসী সকল নরনারীর পিতা, যিনি ইংরেজ ও ভারতবাসী সকলের সম বিচারকর্ত্তা—আজ আমি তাঁহাকে এই বলিয়া ধন্যবাদ দিতেছি যে, আমি এই দিন পর্যন্ত জীবিত থাকিয়া এক জাতির অভ্যুদয় দেখিয়া যাইতে পারিলাম। আমি যেন আজ শ্মশান হইতে উত্থিত হইয়া এই জাতীয় জাগরণ সন্দর্শন করিতে আপনাদের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছি। বৎসরাধিক কাল যাবৎ আমি কঠিন রোগে শয্যাগত হইয়া সংসারের কার্য্যাবলী হইতে পৃথক হইয়া রহিয়াছি। আপনারা আজ আমাকে রোগ শয্যা হইতে তুলিয়া আনিয়া বঙ্গের ইতিহাসের এই চির স্মরণীয় মহাব্যাপারের সহিত সংসৃষ্ট করিয়া দিলেন। আপনারা আজ আমাকে মহা সৌভাগ্যের অধিকারী করিয়াছেন। আমার প্রাণের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আজ আমি আমার চারিদিকে পুরাতন সুহৃদ ও সহযোগীদিগকে দেখিতে পাইতেছি। আজিই এই পবিত্র স্মৃতির ও মহোচ্চ সংকল্পের দিনে আমি ইহাদিগকে এবং আপনাদের সকলকে নমস্কার করি।

আজ আমাদিগের শোকের দিন। বঙ্গদেশে একতার ভাব উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছিল; সমপ্রাণতা জন্মিতে ছিল; রাজ পুরুষদিগের এক হুকুমে বঙ্গদেশ আজ বিচ্ছিন্ন হইল। এই বিচ্ছিন্নতায় যে সকল ভীষণ কুফল উৎপন্ন হইতে পারে এস্থলে তাহার আলোচনা করিব না। বিধাতার রাজ্যের এমনি নিয়ম যে, 'কু' হইতেও 'সু' উৎপন্ন হয়। আজ যে ঐ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ভীষণ মেঘ সঞ্চার দেখা যাইতেছে, উহার মধ্যে উজ্জ্বল স্বর্ণদীপ্তিও দেখিতে পাইতেছি। আজ বঙ্গে দৃঢ়তর ও নবতর জাতীয় একতার সূচনা দেখিতে পাইতেছি। তাই অদ্যকার দিন আমাদের নিকট মহা আনন্দ ও উল্লাসের দিন হইয়াছে। আমাদের মহা কবি গাহিয়াছেন "এবার মরা গাঙ্গে বাণ এসেছে।" এই বানের ডাক আমরা সকলেই কি শুনিতে পাই নাই?

এই মহা গম্ভীর আহ্বান ধ্বনি আমাদের সকলেরই হৃদয় দ্বারে আসিয়া কি পৌঁছে নাই? আজ এই নবীন ও অখণ্ড "বাঙ্গালী জাতির" জন্মক্ষণে আমাদের প্রাণ মন মহোল্লাসে বিশ্ববিধাতার মহাসিংহাসন পানে উত্থিত হউক। আজ সকলে স্মরণে রাখুন যে বিদীর্ণ ক্ষেত্র হইতে স্বর্ণশস্য উৎপন্ন হয়, ঘোর মেঘ হইতে 'জীবনপ্রদ বারি বর্ষণ হয়, ভয়ঙ্কর শীতের গর্ভে মহোজ্জ্বল বসন্তের সূচনা লুক্কায়িত থাকে। আমি বিচ্ছিন্ন, পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী; কিন্তু ভ্রাতৃগণ, আমার প্রাণ আপনাদিগকে আজ যে দৃঢ় প্রেমে আলিঙ্গান করিয়া ধরিয়াছে, এবং আপনাদের প্রাণ আমাকে যে দৃঢ় প্রেমে আলিঙ্গান করিতেছে, ইতঃপূর্ব্বে কখনও তেমন প্রেমভাব অনুভূত হয় নাই। 'সরকারী' ছেদনাদেশ আমাদিগের মিলন ঘটাইয়াছে, আমাদিগকে পূর্ব্বপেক্ষা আরও বহুপরিমাণে পরস্পরের নিকটবর্ত্তী করিয়াছে, আমাদিগকে এক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে দৃঢ়তর করিয়াছে। হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টান, পূর্ব্ব ও পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ—সুদূর সাগর পর্য্যন্ত আমরা সকলে এক অখণ্ড বঙ্গমাতার সন্তান, বন্ধুগণ আবার বলুন, হৃদয়ের গভীরতম স্থান হইতে আবার বলুন, আমরা সকলে আমাদের চিরপ্রিয়, চির গরীয়সী জননী জন্মভূমি এক অখণ্ড বঙ্গমাতার সন্তান। আমাদের সনাতনধর্ম্ম আমাদের সকলকে নিকট হইতে নিকটতর করিবে, পরস্পরের হৃদয় নিকট হইতে আরও নিকটে আকর্ষণ করিবে—ভাইকে ভাইয়ের সহিত সম্মিলিত করিবে। আর, এই অখণ্ড বঙ্গ ভবন, অদ্য যাহার ভিত্তি—শুধু এই ভূমিখণ্ডের উপরে নহে, আমাদের সকলের আর্দ্র অশ্রুধৌত হৃদয়ের উপরে অদ্য যাহার ভিত্তি স্থাপিত হইতেছে,—এই ভবন সেই জাতীয় একতার প্রতিমা বাহ্য নিদর্শন স্বরূপ আমাদিগের ভবিষ্য বংশীয় দিগের নিকট বর্ত্তমান থাকিবে। এই ভবন আমাদের সকল জাতীয় সম্মিলন, বান্ধব সম্মিলন, নানাবিধ সম্মিলনের স্থল হইবে।

এই স্থানে সম্ভবতঃ একটি ব্যায়ামশালা, একটি পাঠাগার, জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় ভাবোদ্দীপক আবৃত্তি বঙ্গদেশ বা ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গের জন্য পান্থশালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইবে। আপনাদের মধ্যে যাহারা অমৃতসর গমন করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, তথাকার স্বর্ণমন্দিরে কিরূপ দিবারাত্রি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, পূজা অর্চ্চনাদি হইয়া থাকে। আমি আশা করিতেছি, এই বঙ্গভবনও তদ্রূপ এমন একটি স্থান হইবে, যে স্থলে যাহা কিছু জাতীয় জীবন সংগঠন পক্ষে সহায়তা করে, প্রকৃত মনুষ্যত্ব শিক্ষা দেয়, যাহা কিছু মানবপ্রাণে মহৎভাব উদ্দীপিত করে, তৎসমুদয় স্থান প্রাপ্ত হইবে; এই মন্দিরে বাঙ্গালী জাতির প্রত্যেক লোক পূজা দানের জনে আগমন করিবে। এই মন্দির মাতৃভূমির পূজা মন্দির, এই মন্দির কেবল জাতীয় একতার নিদর্শন নহে, এই মন্দির জাতীয় উন্নতির মন্দির হইবে আমি আপনাদের নিকট এবং আপনাদের দ্বারা বঙ্গের কোটি কোটি সন্তানের নিকট এই মন্দিরের জন্য অর্থভিক্ষা জানাইতেছি—এই মন্দির যেন আমাদের জাতীয় জীবনের উপযুক্ত নিদর্শনরূপে নির্ম্মিত হইতে পারে। এই মন্দিরের প্রত্যেক ইষ্টকখণ্ড আমাদের মাতৃভূমির প্রতি গভীর অনুরাগের, প্রবল স্বদেশ প্রেমের পরিচায়ক হউক। আমি আশা করি এই ভবনে আমাদের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিকর সর্ব্ববিধ আয়োজন থাকিবে এবং কালক্রমে এই ভবন আমাদের প্রসারশীল শিল্পের স্বাভাবিক গৃহরূপে পরিগণিত হইবে।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের মহা আন্দোলনে সমগ্র বঙ্গদেশ গত ২ মাস যাবৎ ওতপ্রোত ভাবে আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে; এই আন্দোলন প্রাসাদবাসী রাজা জমিদার ও কুটীরবাসী দীন প্রজা সকলেরই চিত্তের

অন্তস্থলে গভীর আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে। যাঁহারা অনুমান করেন যে, এ এই আন্দোলন কেবল ছাত্রদের বা দুই একটী সম্প্রদায় বিশেষের কাণ্ড, তাঁহারা বিষম ভ্রান্ত। এই আন্দোলনে আপনারা যে প্রবল উৎসাহ, একাগ্রতা ও স্বার্থ নাশের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমি শুনিয়াছি কোন কোন লোক এবং কোন কোন বিশিষ্ট সংবাদপত্র এইরূপ কথা প্রচার করিতেছেন যে, ছাত্রগণ অবাধ্য হইয়াছেন, তাঁহারা আইন ভঙ্গ করিতেছেন। বিশুদ্ধ পবিত্র প্রীতির সহিত আত্মোৎসর্গ যদি আমাদের সাধনা হয়, তাহা হইলে বিশ্বনিয়ন্তা নিশ্চয়ই আমাদিগকে এবং ছাত্রবন্ধুগণ, আপনাদিগকে রক্ষা করিবেন এবং অক্ষয় আনন্দ ও সুখের অধিকারী করিবেন। সে সুখ যে কিরূপ যাঁহারা আস্বাদন করিয়াছেন তাঁহারাই বলিতে পারেন। সকলেই সতর্ক হইবেন আমাদের কার্য্যে যেন বে-আইনীর নাম গন্ধও প্রকাশ না পায়। যদি প্রয়োজন হয়. আমরা অনভিজ্ঞ রাজপুরুষ বা নীতিজ্ঞানহীন পুলিশের হস্তে অত্যাচার সহ্য করিব; কিন্তু আমরা অত্যাচার করিব না। আমাদিগকে এক্ষণে ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা শিক্ষা করিতে হইবে। বলিদান ব্যতীত কোন যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয় না—ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহ ইহাই শিক্ষা দেয়। যদি কোন রাজপুরুষের দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ আমাদিগকে অত্যাচার সহ্য করিতে হয়, সকলে প্রস্তুত হউন, মাতৃভূমির জন্য আমরা তাহাই সহ্য করিব। আজ যে কন্টকে আমাদের চরণ বিক্ষত হইবে, কালে সেই সেই কন্টকেই আমাদের জন্মভূমির গৌরব মুকুট নির্ম্মিত হইবে।

রাজপুরুষগণ বিশেষভাবে আমাদিগের ছাত্রদিগকে দমন করিতে উদ্যত হইয়াছেন বলিয়া চারিদিকে নানারূপ জনরব শুনা যাইতেছে। এই সব জনরবে বিশ্বাস করিব কিনা, ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। কারণ, বঙ্গের বর্ত্তমান শাসনকর্তার উপরে আমার আস্থা সত্ত্বেও আমি জানি যে তাঁহার চতুস্পার্শ্বে এমন সব পরামর্শদাতা আছেন, যাঁহারা জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ কিম্বা তাহাদের মত পরিবর্ত্তনের চেষ্টা অপেক্ষা লোকমণ্ডলীকে দমন করিতেই বিশেষ ব্যগ্র—ক্ষমতাপ্রিয়, দায়িত্বহীন শাসনকর্ত্তাদিগের পক্ষে ইহাই অন্তিম উপায় ও শেষ অস্ত্র। মানব মাত্রের যে স্বাভাবিক অধিকার আমরা তাহারই উপর নির্ভর করিয়াছি। আমি সমস্ত ইংরেজের নিকট এই আবেদন জানাইতেছি যে তাঁহারা যেন আমাদিগকে পরিত্যাগ না করিয়া, আমাদের সহায় হন। আমি এই আবেদন জানাইতেছি যে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের জাতীয় মহত্ব হইতে বিচ্যুত না হন; যে স্বাধীনতা সুখে তাঁহারা পূর্ণমাত্রার ভোগ করিতেছেন, আমরা তাহারই কিঞ্চিৎ প্রার্থনা করিতেছি। আজ আমরা নগ্নপদে শোকবেশে এই স্থলে উপস্থিত হইয়াছি। ইংরেজদের দুই একখানি দোকান ব্যতীত হিন্দু, মুসলমান ও মাড়োয়ারীর দোকানপাট, হাট বাজার আজ নীরব; আজ ব্যবসাবাণিজ্যের উচ্চ ধ্বনি নিঃশব্দ।

আজ আমরা এস্থলে সহস্র সহস্র লোক সমবেত হইয়াছি। বঙ্গদেশে আজ লক্ষ লক্ষ লোক উপবাসী রহিয়াছেন—আজ আর আমাদের রন্ধন শালার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবে না; আসুন, আজ আমরা হৃদয়ে হৃদয়ে এমনি অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করি যাহাতে আমাদিগকে শুচি করিবে এবং আমাদিগের মধ্যে উজ্জ্বলতর ও তীব্রতর উৎসাহানল জ্বালিয়া দিবে।

সুহৃদগণ, এই কয়েকটি কথা বলিয়াই এক্ষণে আমি বিদায় লইতেছি। বন্ধুগণ, বিদায়!—হয়ত অনন্ত কালের তরে ইহলোকে আপনাদিগের নিকট এই আমার শেষ কথা। আজ আমাদিগের হস্তে "রাখীবন্ধন" করা হইয়াছে আজ এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের দিনে বন্ধুগণ, বিদায়! আজ আমার হৃদয়ে যে সব কথা, যে সকল

ভাব প্রবাহিত হইতেছে, তাহা অব্যক্তই থাকিয়া যাইবে। আমাদের দেশ উদীয়মান নবরবির দেশ নহে। আত্মাবর্জ্জনকারী, বিজয়ী মহৎ জাপান জাতি ঐ আখ্যার অধিকারী। কিন্তু আমরা কি এ কথা বলিতে পারি না, যুগ যুগান্তের তিমির অন্তে ইংলন্ড ও ইংরেজের জ্ঞানানুশীলন বলে, আমাদের দেশে আবার রবিকিরণ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে! আজ আমরা সকলে এই প্রার্থনা করি যে আমাদের কার্য্যে বিধাতার আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক, তাহার আশীর্ব্বাদ প্রতিপদে আমাদের পরিচালক হউক, তাঁহার আশীর্ব্বাদ আমাদের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হউক। বাক্য নহে, "কার্য্য" এক্ষণে আমাদের মন্ত্র হউক। তাহা হইলেই আমার স্বপ্ন সার্থক হইবে, আমার আশা পূর্ণ হইবে, আমাদের জন্মভূমি প্রাকৃতিক সম্পদে ও সুসন্তানে শ্রীশালিনী হইয়া উঠিবেন।

আজ আমরা প্রাণের ভিতরে সন্দর্শন করি যে স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে—দেব দূতেরা অবতীর্ণ হইতেছেন। প্রাচীন গ্রন্থে এইরূপ বর্ণনা আছে যে দেবতারা যুদ্ধক্ষেত্রে পুষ্পবৃষ্টি করিতেন। বন্ধুগণ, আজ আমরা কি দেখিতে পাইতেছি না যে, সেই সকল দিব্য হস্ত হইতে আজ আমাদিগের উপর পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে, স্বদেশের কল্যাণের জন্য বীরোচিত সাধনা ও কঠোর সংকল্প গ্রহণে শোণিত হীন নবতর মহা সংগ্রাম ক্ষেত্রে আমাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইতেছে?

বক্তৃতা পাঠ শেষ হইবামাত্র শিখগুরু কুঁয়ার সিংহ পট সম্মুখে উপনীত হইলেন। তাঁহার বীর বেশ, সর্ব্বাঙ্গে কৃষ্ণবর্ণের পরিচ্ছদ মস্তকে কৃষ্ণবর্ণের সুদীর্ঘ উষ্ণীব। সে উষ্ণীবে সুতীক্ষ্ণ লৌহ চক্র, লৌহ তীর প্রভৃতি ভীষণ অস্ত্র। তাঁহার সঙ্গে ভীমকায় কয়েকজন শিখ। তাঁহার দর্শন মাত্রে ৫০ সহস্র লোক জয়ধ্বনি করিল। সমস্ত লোক দণ্ডায়মান হইয়া তাহার অভ্যর্থনা করিল। বাবু সুরেন্দ্রনাথ সসম্মানে তাঁহার হস্তে রাখী বন্ধন করিলেন। শিখগুরু আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন "বাঙ্গালীর পশ্চাতে সমস্ত পঞ্জাব বিদ্যমান আছে।" অবশেষে নিম্নলিখিত ঘোষণা পত্রও বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত হয়।

ঘোষণা

যেহেতু বাঙ্গালী জাতির সর্ব্বজনীন প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া গবর্ণমেন্ট বঙ্গের কার্য্যে পরিণত করা সঙ্গত বোধ করিয়াছেন; অতএব আমরা এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি এবং ঘোষণা করিতেছি যে, বঙ্গের অঙ্গাচ্ছেদের কুফল নাশ করিতে এবং বাঙ্গালী জাতির একতা সংরক্ষণ করিতে আমরা সমগ্র বাঙ্গালী জাতি, আমাদের শক্তিতে যাহা কিছু সম্ভব, তাহার সকলই প্রয়োগ করিব। বিধাতা আমাদের সহায় হউন।

ইহার পর ভিত্তি স্থাপনের সময় উপস্থিত হয়। কয়েকটি যুবক বলিল "আজ বুকের রক্তে ভিত্তি প্রস্তর অনুরঞ্জিত করিয়া দিতে সংঙ্কল্প করিয়াছি" বহু অনুরোধে তাঁহারা দুঃখের সহিত এই সঙ্কল্প পরিহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সকলে ভিত্তি স্থাপনের চারিদিক বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, যুবকগণ গাহিলেন।

বাংলার মাটি বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক হে ভগবান!

শ্রীযুক্ত আনন্দ মোহন বসু ভিত্তি প্রস্তর যথাস্থানে স্থাপন করিলেন। যুবকগণ তাঁহাকে বহন করিয়া

গৃহে লইয়া আসিলেন। তখন ৩০ সহস্র লোক শ্রেণী বদ্ধ হইয়া বাগবাজারের রায় পশুপতিনাথ বসু মহাশয়ের গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন, যাঁহারা শকটারোহণে যাইতে ছিলেন, তাঁহারা অবতরণ করিয়া পদব্রজে চলিলেন। তখনকার গাম্ভীর্য্য বর্ণনা করি এমন সাধ্য নাই। পথে সুকিয়া স্ট্রীট থানায় পুলিশ কমিশনার মিঃ হেলিডে, বহু সুপারিন্টেন্ডেন্ট, ইনস্পেক্টার, ইউরোপীয় ও দেশীয় কনষ্টেবল সহ সুসজিত হইয়া ছিলেন। তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া বন্দে মাতরং ধ্বনি করিতে করিতে সকল উত্তর দিকে প্রস্থান করিলেন। সার্কুলার রোড হইতে বাগবাজার পর্য্যন্ত সমস্ত পথ জনাকীর্ণ হইয়াছিল।

জাতীয় ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা

রায় পশুপতি নাথের সুবিস্তীর্ণ প্রাসাদের সম্মুখে বিস্তৃত ময়দান। এমন বিশাল স্থানে দণ্ডায়মান হইবার স্থান ছিল না। ৫টা হইতে রাত্রি ১১টা পর্যন্ত জনস্রোত ক্রমান্বয়ে সে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে—আর তিষ্টিতে না পারিয়া বহির্গত হইতেছে। এখানে জাতীয় ধনভাণ্ডার প্রতিষ্টিত হইবে।

লক্ষাধিক লোক সমবেত। মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর, কুমার সতীশচন্দ্র সিংহ, কুমার মন্মথনাথ মিত্র, রায় পশুপতিনাথ বসু বাটীর ভিতর এবং বাবু গগণেন্দ্রনাথ ঠাকুর বহির্ব্বাটীতে অর্থ সংগ্রহের জন্য আয়োজন করিয়া ছিলেন। কে কাহার অগ্রে যাইয়া অর্থদান করিবে, তাহার জন্য লক্ষ লোক ব্যাকুল হইয়াছিল। কেহই মনে করেন নাই যে লক্ষাধিক লোকের সমাগম হইবে, সুতরাং অর্থ সংগ্রহে ব্যাঘাত উপস্থিত হইল। জনসংঘাত ভেদ করিয়া সংগ্রাহকদের নিকটবর্ত্তী হওয়া অসম্ভব হইল। অনেকে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলেন, তবু অর্থদানের সুবিধা না দেখিয়া ক্ষুণ্ণ মনে গৃহে চলিয়া আসিলেন।

একে লোক সমুদ্র, তার পর শত শত দলের উন্মত্ত সঙ্কীর্ত্তন—সকলে দিশাহারা হইয়া গেল। এক দিকে বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর দিকে বাবু মনোরঞ্জন, রসিকচন্দ্র ও ললিতমোহনের বক্তৃতা চলিতেছিল। এমন অপূর্ব ব্যাপার কেহ কখনও দেখে নাই।

৭ই আগস্টের টাউনহল সভায় ২৪ হাজার, ২২ই সেপ্টেম্বরের টাউনহল সভায় ৩০ হাজার, অখণ্ড বঙ্গ-ভবন প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্রে ৫০ হাজার আর জাতীয় ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে লক্ষাধিক লোকের সমাগম! যত দিন যাইতেছে, আন্দোলন গভীরতর ও প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে।

সোমবার জাতীয় ধনভাণ্ডারে ২৫ হাজার ও মঙ্গলবার ১৪ শত সংগৃহীত হইয়াছে। সুব্যবস্থা থাকিলে সোমবার দিনই অন্যূন ৫০ হাজার টাকা সংগৃহীত হইত। শুনিয়া আনন্দিত হইবেন, সোমবারের ২৫ হাজার টাকার প্রায় সমস্ত, দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক আনা হইতে এক টাকা দানের ফল।

বাঙ্গালীর দরিদ্রতাপহরণের জন্য জাতীয় ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই ভাণ্ডার বাঙ্গালীর শিল্পবাণিজ্য প্রসারে সহায়তা করিবে। বাঙ্গালীর ঘরে সুখ শান্তি আনয়ন করিবে। যে যেখানে যে আছ, অবিলম্বে যথাসাধ্য এই ভাণ্ডারে দান করিয়া জন্মভূমির কল্যাণ কর। যেদিনে লর্ড কার্জ্জন বাঙ্গালীকে দুর্বল করিবার আয়োজন করিয়াছেন, সেই দিনে বাঙ্গালী আপনাকে আত্মনিষ্ঠ করিবার পথ উন্মুক্ত করিলেন।

১৯০৫ সালে বঙ্গাভঙ্গের প্রতিবাদে ১৬ই অক্টোবর ফেডারেশন হলের শিলান্যাস হয়। "মিলনমন্দির" নাম দেন ভগ্নী নিবেদিতা। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রদ্ধার সঙ্গে যার উল্লেখ

করেন **"জাতি যেদিন গঠন পথে (Nation in making)"** বইতে। "ফেডারেশন হল নির্মাণের প্রস্তাব স্যার সুরেন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন। যেটি অবিভাজ্য একতার প্রতীক হয়ে থাকবে। . . . ভারতের চিরকল্যাণকামী, ভারতের সেবায় আত্মনিবেদন করে ভারতের মাটিতে যিনি দেহত্যাগ করেছিলেন, রামকৃষ্ণ মিশনের সেই মহীয়সী রমণী ভগ্নী নিবেদিতা ও স্যার তারকনাথ পালিত আমার প্রস্তাবটি অন্তরের সহিত সমর্থন করেছিলেন।"

উৎস: প্রদীপ, ১৩১২, আশ্বিন সংখ্যা।

বাংলার মাটি বাংলার জল পুণ্য হউক পুণ্য হউক

রবীন্দ্রনাথের "বাংলার মাটি বাংলার জল" গানটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত হিসাবে গৃহীত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ১৯০৫ এর স্বদেশি আন্দোলনে ও ফেডারেশন হলের প্রতিষ্ঠা দিবসে এই গানটি এক যোগসূত্র উল্লেখ করা যায়। ঐ বছরের দুটি বিশেষ ঘটনা, প্রথমটি রাখীবন্ধন অনুষ্ঠান—যেখানে রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে ১৯০৫-এর ১৬ অক্টোবর রাখীবন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দু মুসলমান সকল বাঙালি ওইদিন সকলেই সকলকে রাখি পরিয়ে দেয়। ওইদিন অসংখ্য বাঙালি কলিকাতার গঙ্গার পারে এই রাখিবন্ধনের ব্রত পালন করে। এই রাখীবন্ধন অনুষ্ঠানেই রবীন্দ্রনাথ রচিত একটি গান সহস্র সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হল:

'বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান।"

ওইদিন অপরাহ্নে বঙ্গভবন স্থাপনের উদ্দেশ্যে কলকাতায় পারশি বাগানের মাঠে ফেডরেশন হল বা মিলন মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয়। রোগ শয্যাগত আনন্দমোহন বসু সভাপতিত্ব করেন। প্রায় ৫০ হাজার কণ্ঠে উচ্চারিত 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনির মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির অভিভাষণটি পাঠ করেন। এর পর আনন্দমোহন বসু স্বাক্ষরিত একটি ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়। ইংরাজিতে আশুতোষ চৌধুরী এবং বাংলায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেন। ঘোষণাপত্রটি এই: 'যেহেতু বাঙ্গালী জাতির সর্বজনীন প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া পার্লামেন্ট বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করিয়াছেন, সেহেতু আমরা এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের কুফল নাশ করিতে এবং বাঙ্গালী জাতির একতা সংরক্ষণ করিতে আমরা সমস্ত বাঙ্গালী জাতি আমাদের শক্তিতে যাহা কিছু সম্ভব তাহার সকলই প্রয়োগ করিব। বিধাতা আমাদের সহায় হউন।"

এই দিনে যে স্থানে ক্ষুদ্র সামিয়ানার তলে দুই সহস্র লোক আশ্রয় পাইলেন—প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ লোক মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড কিরণ মাথায় করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। পার্শ্বে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের প্রশস্ত বাটী। সে বাটীতে প্রায় অর্দ্ধ সহস্র মহিলা সমবেত হইবেন। ভিত্তি প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্রে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, জৈন, শিখ—বাঙ্গালী হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারী, মান্দ্রাজী, মারহাট্টি ও ইংরেজ সমবেত হইলেন। প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্রে স্থান কুলাইল না, সার্কুলার রোড জন সমাগমে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

ইহার পর ভিত্তি স্থাপনের সময় উপস্থিত হয়। কয়েকটি যুবক বলিল "আজ বুকের রক্তে ভিত্তি

প্রস্তর অনুরঞ্জিত করিয়া দিতে সঙ্কল্প করিয়াছি” বহু অনুরোধে তাঁহারা দুঃখের সহিত এই সঙ্কল্প পরিহার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সকলে ভিত্তি স্থাপনের চারিদিকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, যুবকগণ গাহিলেন।

বাংলার মাটি বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক হে ভগবান।

শ্রীযুক্ত আনন্দ মোহন বসু ভিত্তি প্রস্তর যথাস্থানে স্থাপন করিলেন। যুবকগণ তাঁহাকে বহন করিয়া গৃহে লইয়া আসিলেন। তখন ৩০ সহস্র লোক শ্রেণী বদ্ধ হইয়া বাগবাজারের রায় পশুপতি নাথ বসু মহাশয়ের গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন, যাঁহারা শকটারোহণে যাইতে ছিলেন, তাঁহারা অবতরণ করিয়া পদব্রজে চলিলেন। তখনকার গাম্ভীর্য্য বর্ণনা করি এমন সাধ্য নাই।

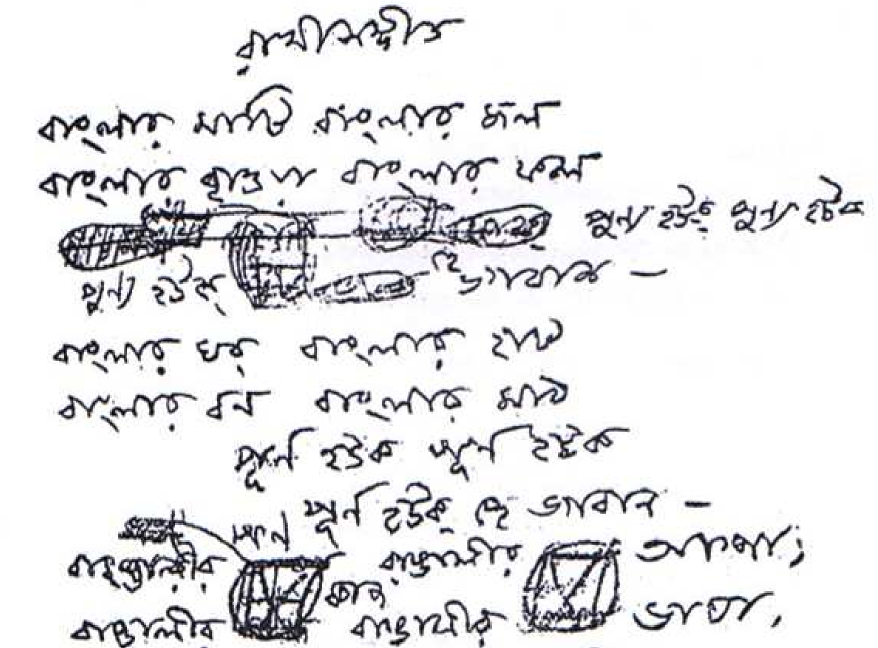

Facsimile of the great 'Rakhi-song' composed by the Poetinitiating the 'Rakhi-bandhan' ceremony to symbolise the unity of Bengal on October 16, 1905,—the day "partition" of the provinces was given effect to by Lord Curzon

.... *The agitation perhaps reached its climax on the day of the partition, the 16th October. There was a great meeting to lay the foundation of the National Federation Hall.... The ceremony was also gone through the tying rakhis (yellow threads) on the right wrist, apparently as an emblem of the perpetual union which is to exist between Bengalees in both provinces.... In 1891, a genuine effort to start an emporium in Calcutta for the sale on country-made goods was made....*

Six years later, in 1897, the poet-politician, Rabindra Nath Tagore, revived the idea and opened an establishment known as the Swadeshi Bhandar at 82, Harrison Road. The movement was non-political, as its object was to encourage the sale of country-made goods to establish schools for instruction in indigenous arts....

.... *The three principal events were*

(a) *Bathing in the river, with which was associated the tying of the yellow rakhi thread on the wrist.*

(b) *The closing of shops, associated with non-supply of country produce and fish to the market from the mufassal.*

(c) *A meeting at No.298, Upper Circular Road, a vacant plot of land of about two bighas in extent, where the foundation stone of the proposed Federation Hall was laid....*

The laying of the foundation-stone at 3 p.m. at No.298, Upper Circular Road, was attended by several thousands of Hindus. It passed off quite quietly... The following among others were noticed—

Babu Surendra Nath Banerjee.
Sir Guru Das Banerjee.
Babu Hem Chandra Mullick.
Babu Rabindra Nath Tagore, etc.

Report of the Inspector General of Police, Lower Provinces, on the Agitation against the Partition of Bengal, 1905.

Sister Nivedita
The Federation Hall—Milan Mandir

Dr. Shekhar Kumar Seth

he beginning of the twentieth century revealed a newly consciousness of India with the awakened spirit of Swami Vivekananda and his disciple Sister Nivedita. Swami Vivekananda had told her that for the next fifty years Mother India would be the only object of worship and worship of all gods will follow. Sister Nivedita moulded her own life accordingly. There are many aspects of Sister Nivedita—made notable efforts to serve the poor of Calcutta and Bengal during times of plague, famine and floods there. Following Vivekananda's death in 1902, Nivedita turned her attention more toward India's political emancipation.

She was assocaited with the Dawn Society and Anushilan Samiti, Young Men's Hindu Union Committee, the Gita Society and the Vivekananda Society and Inspired their members by talks on the Gita, Swami Vivekanand's message and Hinduism generally. She laid particular stress on "Nation", "Nationality" and "National Consciousness" and to become an evangelist. Under her inspiration, sports, recitations, and lecture competitions became a part of the training of young men, she was preceptor to them and often distributed Vivekananda Medals in recognition of merit. She inspired many freedom fighters, writers, thinkers, scientists, entrepreneurs, historians, painters etc. She believed in the need for revolutionary methods for the purpose of winning independence.

As part of her deep involvement in the revival of Indian art, she supported the swadeshi movement that called for the boycott of imported British goods in favour of demestically produced handmade goods. She

continued to give lectures in India and overseas, promoting Indian arts and education of Indian women.

Abanindranath was also inspired by the Sister Nivedita, for creation of Bharat Mata painting. Nivedita wrote about the painting in the journal Modern Review, vowing to popularise it through prints till its copies are spread all over the country.

On 20th July 1905, Lord Curzon, the then Viceroy of India, announced the partition of the undivided Bengal Presidency. The undivided Bengal at that time comprised the present-day states of West Bengal, Bihar, parts of Chattisgarh, Odisha, and Assam and present-day Bangaldesh. It was the most populous province of India, with around 8 crore people. A new province of East Bengal and Assam was announced, with a population of 3.1 crore with a Muslim-Hindu ratio of 3:2. The western Bengal province was overwhelmingly Hindu.

The move of partition was a sinister motive of "Divide and Rule" Policy provoked great resentment. Rastraguru Surendra Nath Banerjee, Poet Rabindranath Tagore and other leaders of Bengal proposed the adoption of a number of measures to counter the pernicious act and ill-motivated sinister design to vivisect their dear motherland in two parts, on communal and a religions basis, affecting the educational, industrial and socio-political fields.

People reacted sharply to this decision and Nivedita attended a great protest meeting held on 7th August, 1905 at Town Hall. In a subsequent meeting Surendra Nath Banerjee, the most outstanding leader of anti-partition agitation, proposed the construction of a Federation Hall to to symbolise the unity of Bengal as a protest against the partition move.

This proposal as warmly supported by Acharya Jagadish Chandra

Bose, Tarak Nath Palit and Sister Nivedita. Surendranath mentioned in his book "A Nation in the Making" writes—"The proposal was warmly supported by "Sister Nivedita" of the Ramkrishna Mission, that beneficent lady who had, consecrated her life to, and died in, the Service of India." It was Sister Nivedita who preferred and proposed the name "Milan Mandir" instead of 'Akhand Banga Bhawan' under warm support frm the Masses.

It was on the historic day of 16TH OCTOBER 1905—(30th ASHWIN 1312 B.S.), the partition formally came into effect and was received on solemn note. Leading procession to the Ganga, Rabindra Nath Taogre started a mass ceremony where wristlets of coloured thread (rakhi) were exchanged (Rakhi Bandhan) as a symbol of brotherhood. The Air was rent with the songs that Tagore had composed for the occasion such as ***Banglar Mati Banglar Jol*** (invoking divine blessings in the name of the earth and waters of Bengal, ***Bidhir Bidhan Katbe Tumi emni shaktiman*** (are you so powerful that you can cut asunder the God made bond that bind us) and ***Jodi tor dak shune keyu na ashe tabe ekla chalore*** (if no one responds to your call, then go you away alone).

The members of Vandemataram Sampradaya sang patriotic songs parading through the streets and people from all directions formed disciplined processions and proceeded towards the very site at 294, Upper Circular Road, Garpar, where the ceremony of laying the foundation stone of the proposed "Federation Hall (Milan Mandir)"—the visible symbol of the spirit of union, the remembrance to the future generation was to be laid.

More than 50,000 Bengalis assembled at the very site, a 4 Bigha vacant plot, where the present building of The Federation Hall ("Milan Mandir" as given by Lokemata Nivedita) now stands, to raise their united and vigorous voice of protest against the said vivisection of their dear MATRIBHUMI, through the thundering voice of their great leaders, who earlier formed an Anti-partition Committee. They were Sir Gooroodas Banerjee, Ananda Mohan Bose, Surendra Nath Banerjee, Ambica Charan

Majumdar, Rabindranath Tagore, Rashbehari Ghosh, Motilal Ghosh, Maharaja Manindra Chandra Nandi, Maharaja Jagadindra Nath Ray of Natore, the noble Acharya Chowdhuris of Mymensingh, Abdul Rasul, Bhupendra Nath Basu, Aswini Kumar Dutta, Krishna Kumar Mitra, Bramahabandhab Upadhyaya, Kaliprasanna Kavyabisharad, Nabab Attikulla of Dacca, Liaquat Hossain, Majibar Rahaman, Sakharam Ganesh Deuskar, Abdul Halim Gaznavi, Sir Dr. Nilratan Sarcar, Prankrishna Acharya, Jagadish Chandra Bose, P. C. Ray, Hirendra Nath Dutta, Bipin Chandra Pal and many others.

The indissoluble entity will bond the eastern and western parts of Bengal was to take place at 3.30 P.M. A spacious 'shamiyana' was erected under which seats for about 2000 people were provided and outside it, every available inch of space on all sides was occupied, overflowing the Upper Circular Road. The meeting started with singing of 'Vandemataram' by Hem Chandra Sen and ***'Ebar tor Mara Gandey Baan Esechhe Jai Maa Bole Vassao Tori'*** in chorus by the members of Vande Mataram Sampradai, Sir Gooroodas Banerjee in an eloquent and impressive speech in Bengali explained the essence of building The Federation Hall and proposed that Ananda Mohan Bose should lay the Adharshila and chair the meeting. This proposal was carried with acclamation. But Ananda Mohan, who was in a very poor health, and had to be carried to the dais in a sedan chair, spoke a few words in Bengali, saying that he has literally quitted an invalid's bed to attend the meeting, in a chocked voice which almost sounded like a voice from the grave. He agreed to lay the foundation stone but declined to preside over owing to illness and requested Surendra Nath to read out the address for him. Surendra Nath then read out, "That The Federation Hall, the foundation stone of which is being laid today, not only on this spot of land, but on our moistened and tearful hearts, is the embodiment and visible symbol of years the hope expressed by Ananda Mohan, was going to be fulfilled." There was chanting of ***"Banglar Mati Banglar Jol Punya Hok Punya Hok He Bhogowan"***.

Before laying of the Foundation Stone of proposed The Federation Hall, president Ananda Mohan Basu addressing a vast gathering said

"Let every brick of this building bear testimony to the devotion and patriotic ardour of our people. Let us remember that here shall be formed integrating influences of a divided interest. This hall will be a place where all that moulds and forms of a growing nation, all that uplift and regenerate the national character and train it up to true manhood, and every noble impulse shall always find their place, and at its shrine shall come, as for worship, every member of the Bengalee Nation. It will be a temple raised in honour of our Motherland ont only for a national union, but also for national progress. The Federation Hall will, I trust be a place of all our national gathering and in its rooms will hold social reunions and meetings for different purposes. There will be room for gymnasiums, room for a library of reference, and of useful publication, and for newspapers, classes for singing of National songs and for recitation and cultivation of all that promotes a spirit of patriotism, of self-sacrifice, and true cultural Accommodation. I hope such accommodation will in time be provided for visitors of other parts of Bengal and it may be of India".

Nivedita was at the time at Darjeeling. A crowd slowly gathered around the Darjeeling Town Hall. Protests wee made in brief but spirited language. Deshbandhu Chittaranjan Das and Sister Nivedita addressed the gathering. Nivedita thumbed her chest and said, "Woe to my native land. They have insulted the country by this divisive wall of separation. We will fight with bravery and self-sacrifice to remove this wall of separation." The assembled crowd raised their right hands in unison with Rakhi tied in their hands. Nivedita noted the day in her dairy as "National Day" and always to remember it as a special day. Bearing in mind the success of the annual Warwick Pageant, Nivedita thought that a commemoration of an 'All India Day' on 16 October could be a creative initiative. It could be harnessed into promoting national feeling. Nivedita used to observe this tithi every year thereafter. Friends used to gather at her house, she would feed everyone with fruits and salads.

From a letter written to Ramananda Chatterjee, the editor of Prabhasi, it appeas that Nivedita addressed all those outside Bengal in a circulatory note dated 16 October, where she wrote,

Sister Nivedita to Ramananda Chatterjee

16th October, 1905

With the compliments of Sister Nivedita.

To-day being the 30th Aswin, 16th October, 1905, Partition of the Bengali people is to be made by law.

This day then, designed to be the date of our division, is henceforth yearly to be set aside by us, for the deeper realisation of our national unity. Having been made by this threat of division, overwhelmingly conscious of the essential oneness of the whole Indian Nationa the heart of Bengal goes out to all parts of our common Motherland.

"Thus to you from us of Bengal, is sent today this thread of Rakhi-Bandhan, in token not merely of the union of Provinces and parts of Provinces but of bond that knits us all as children of one Motherland together. Bande Mataram."

Can metals feel? Last night at the Royal Institution Professor Jagadish Chander Bose proved that they can, in much the same way as animate beings.

He struck a piece of copper, pinched a piece of zinc, gave it poision and administered an antidote, and threw light upon an artificial retina. In each the electrical emotion, as registered by the galvanometer, was painful to witness. There is an poening for a society for the prevention of cruelty to metals.

Sister Nivedita

Jagadis Chandra Bose

Sara Chapman Bull

American philanthropist Sara Chapman Bull had donated nearly $40,000 to Jagadis Chandra Bose more than 114 years ago to establish an interdisciplinary science research centre that went on to become the Bose Institute.

Dr. S. K. Seth

16th October, 1905 Jagadish Chandra Bose letter to Mrs. Ole Bull disciple of Swami Vivekananda

Dr Bose's letter to Mrs Ole Bull, written on the day on which Partition of Bengal was effected. Letter 16 Oct. 1905. p 778

CAN METALS FEEL?

Can metals feel? Last night at the Royal Institution Professor Jagadis Chunder Bose proved that they can, in much the same way as animate beings.

He struck a piece of copper, pinched a piece of zinc, gave it poison, and administered an anodyne and threw light upon an artificial retina. In each case the electrical emotion, as registered by the galvanometer, was parallel to [illegible]. There is an opening for a society for the prevention of cruelty to metals.

16th Oct 1905

Darling mother,

There is just time to send you this thread, which I tie round your wrist. They have divided us by law, but we all over India bind ourselves by this symbolic tie to stand by each other all time, and stand & face everything. This is our time [illegible] from today [illegible] the beginning of new national life. We have turned back [illegible] religion [illegible] strangers, we for India and for ourselves. Dearest one, your heart is with us and let your prayers be also with us.

[illegible] & [illegible] remain children

Yours affectionately [illegible]

N. is just putting off [illegible] for Mrs [illegible] her love heartfully. Please direct the enclosed

DR. J. C. BOSE TO MRS. OLE BULL

Darling mother, *16th Oct. 1905*

There is just time to send you this thread, which I tie round your wrist. They have divided us by law, but we all over India bind ourselves by this symbolic tie to stand by each other all time, and stand and face everything. This is our true union and from today there should be the beginning of new national life. We have turned back on relying on strangers. We for India and for ourselves. Dearest one, your heart is with us and let your prayers be also with us.

Trying to send off remaining chapters.

Yours affectionate
Son

N. [Nivedita] is just packing off the mss. for book, her love heartfull. Please direct the enclosed.

[On the top of this letter Dr. J. C. Bose pasted a cutting from a newspaper, the matter of which is the following :]

Can Metals Feel?

References

1) Letter of Sister Nivedita—Sankari Prasad Basu.
2) Margot Sister Nivedita of Vivekananda—Reba Som.
3) ভারত কন্যা নিবেদিতা—লিজেল রেমঁ।
4) Sister Nivedita—Basudha Chakraborty.
5) ভগিনী নিবেদিতা—সার্ধশত জন্মবর্ষে বিশেষ সংখ্যা, ২০১৮, কলকাতা পুরশ্রী।

Federation Hall - an Institution of National Importance Past, Present & Future

Bimal C. Ray

Former Secretary, Federation Hall Society & National Fund Society

When Lord Curzon was determined to partition the Bengal Presidency, in 1905, Rashtraguru Surendranath Banerjea proposed the adoption of a number of measures to counteract the pernicious and ill-motivated sinister design to vivesect his dear motherland, in two parts on communal & religious basis the most important one of which was the building of a FEDERATION HALL (Akhanda Banga Bhaban).

The proposal was warmly supported, among others, by Lokmata Nivedita, the most devoted and worthy disciple of Swami Vivekananda, and Tarak Nath Palit, a great benefactor of the Bengali people.

It was on the historic day of 16th October 1905-(30th Ashwin 1312 B.S.) the 50,000 people of Bengal assembled at the very site (then 4 Bighas of vacant plot), when the prsent building of our dear Federation Hall (Milan Mandir—the Bengali name was given by Lokmata Nivedita) now stnads, to raise their united and vigorous voice of protest against the said vivisection of their dear Matreebhumi, through the thundering voices of their great leaders, who earlier formed an Anti-Partition Committee, viz, Gooroodas Banerjee, Ananda Mohan Bose, Surendra Nath Banerjee, Ambica Charan Majumdar, Rabindranath Tagore, Rashbehari Ghose, Motilal Ghosh, Maharaja Manindra Chandra Nandy, Maharaja Jagadindra Nath Ray of Natore, the noble Acharya Chowdhuris of Mymensingh, Abdul Rasul, Bhupendra Nath Basu, Ashwini Kuamr Dutta, Krishna Kumar Mitra, Bramhabandhab Upadhyaya, Kaliprasanna Kavyabisharad, Nabab Attikulla of Dacca, Liaquat Hossain, Mujibar Rahaman, Sakharam Ganesh Deuskar, Abdul Halim Gaznavi, Nilratan

Sarkar, Prankrishna Acharya, Jagadish Chandra Bose, P. C. Roy, Hirendra Nath Dutta, Bipin Chandra Pal and many others. The people of Bengal observed fasting on the 16th October. In Calcutta the mass bathed at the Ganges in the early morning, tied the Rakhi at each other's wrists, and the Calcuttans observed complete Hartal on that day. The members of Vandemataram Sampradaya sang patriotic songs parading the streets and pepole from all directions formed disciplined processions and proceeded towards the very site at 294. Upper Circular Road, Garpar, where the ceremony of laying the foundation stone of the proposed Federation Hall-the visible symbol of the spirit of union, the memorial to future generation yet unborn, the indissoluble that bond the eastern and western parts of Bengal-was to take place at 3.30 p.m. A spacious shamiyana was erected under which seats for about 2000 people were provided, and outside it every available inch of space on all sides was occupied, overflowing the Upper Circular Road.

The meeting started with the singing of Vandemataram by Hem Chandra Sen and "Ebar Tor Mara Gangey Bann Eseche Jai Maa Bole Bassa Tory" in chorus by the members of Vandemataram Sampradaya.

Gooroodas Banerjee in an eloquent and impressive speech in Bengali, explained the objects of building the Federation Hall and then proposed that Ananda Mohan Bose should lay the Adharshila and Chair the meeting. This proposal was carried with acclamation. But, Ananda Mohan, who was in a very poor health, and had to be carried to the dais in a sedan chair, spoke a few words in Bengali, saying that he had literally quitted an invalid's bed to attend the meeting and in a chocked voice which almost sounded like a voice from the grave, he agreed to lay the foundation stone but decline to preside owing to illness and requested Mohammad Yusuf Khan of Mohammedan Central Association to preside and called upon Surendra Nath to read out his address for him. Surendra Nath then read out ..... "That the Federation Hall, the foundation stone of which is being laid today, not only on this spot of land, but on our moistened and tearful hearts, is the embodiment and visible symbol of the spirit of union, the memorial to future generations yet unborn of

these unhappy days. Let every brick of this building bear testimony to the devotion and patriotic ardour of our people. Let us remember that here shall be formed integrating factors that will make for our union against the disrupting influences of a divided interest and divided Government . . . This Hall will be a place where all that moulds and forms growing nation, all that uplifts and regenerates the national character and trains it up to true manhood, and every noble impulse shall always find their place; and at its shrine shall come, as for worship every member of the Bengalee Nation. It will be a temple raised in honour of our common Motherland and only for a national union, but also for national progress."

"The Federation Hall will, I trusted, be a place of all our national gatherings, in its rooms will be held social reuions and meeting for different purposes. There will be probably gymnasiums, room for a library for reference, and of useful publications, and for newspapers, classes for the singing of national songs, and for the recitation and cultivation of all that promotes a spirit of patriotism, of self-sacrifice, and true cultures; accomodation, too, I hope, will in time be provided for visitors from other parts of Bengal and, it may be, of India."

"I rejoice from my heart that this ceremony presently to be followed by an inauguration (of National Fund Society) for furthering and consolidating, the industrial development of the country, on which depends, the material salvation of millions in this land. And yet the two inaugurations are not separate, but one, and like the sacred Ganges and the holy Jumna they will commingle their waters and unites their waves in one merry march to the azure sea. In this hall, I believe, lecturs will be delivered and discussions held on all subjects bearing on the commercial and industrial progress of the country. Its room will contain economic museums and samples of commercial products of the land—even though on a small scale for the present this may be and experiments will be held of a practical character, it will be the rendezvous of all interested in this great cause of industrial progress, and will in various other ways promote those interests. In fact, this hall will as it

grows and expands be the natural and the necessary home of the movement for the industrial advance of the country."

Towards the conclusion of the address much excitement was caused by the appearance of Baba Kaur Singh, a decendant of Guru Nanak and a high priest of the highest status. He received a most cordial reception and in response to Surendranath's request delivered a most impressive and clearly enunciated address in Gurumukhi declaring that in this hour of distress of the Bangalee people, the entire people of Punjab will stand behind and support the anti-partition movement. He concluded by invoking the blessings of HIM whom Hindus, Musalmans and Christians alike adore. Surendranath tied the Rakhi round the wrist of Kaur Singh amid a scene of wildest enthusiasm.

At the instance of the President, Ashutosh Chowdhuri then read out the following proclamation signed by the presndent and Rabindranath followed him with a Bengali translation of the same, which was repeated by the assembld gathering with a solemn chorus voice.

PROCLAMATION

Whereas the Government fit to effect the Partition of Bengal in spite of the universal protets of the Bengalee Nation, we hereby pledge and proclaim that we as a people shall do everything in our power to counteract the evil effect of dismemberment of our province, and to maintain the integrity of our race. So God help us.—Ananda Mohun Bose.

Students of Indian Political History of the Swadeshi Movement period sometime criticize the Moderate Leaders of pursuing the policy of constitutional agitation, supplication and application to unsettle the settled fact of Partition. But, do they admit that the revolutionary movement of Bengal was stated ony due to the grave injustice and National insult which were committed on the very day of 16th October 1905 and which ignited the fire of retaliation in the young hearts of Bengal? In the historic PROCLAMATION it was clearly stated that "we hereby pledge & proclaim that we as a people shall **do everything in our power to counteract the evil effects of dismemberment of**

our province, and to maintain the integrity of our race,". Mr. Valentine Chirol had to admit that the Partition was the signal for agitation such as India had not hitherto witnessed. In the indictment in the Alipore Bomb Case, where the accused were charged with conspiring aginst the King-Emperor, the date of the conspiracy was fixed on or about the 16th October, 1905. That was the date of partition. This view is supported by the judgment of Calcutta High Court in the appeal that was preferred in connection with the said Bomb Case. Let us quote . . . "In 1905 came partition of Bengal, which according to the case for the Crown, was 'unquestionably, a land mark in this attempted revolution,' and was used in its promotion. This was how the learned Counsel for the Crown stated before the bench. "Those who used this engine regarded it from this point of view that it was a line of demarcation between a population who were the same in kindred, faith, colour, caste, creed and sympathies. They said an unncessary demarcation had been to sever people who had a common point of view. Then, after a reference to the Jugantar newspaper, the Learned Counsel of the Crown proceeded : "The Partition would therefore lead an additional tone to their invectives in this paper, and from that point of view they could understand why it was that the 16th October had always been regarded as a day of humiliation and prayer. Those who used it had recognised the full value of the minds of the people. And so, according to the theory of the Crown, the Partition included a state of mind in the young men of Bengal ready to receive the doctrine of independence which the Jugantar incessantly preached."

The first National Flag was hoisted in the Federation Hall land by Surendranath. The idea of a National Flag was conceived and prepared by Hemchandra Kanoongo, Sukumar Mitra & Anathnath Ray who were the youth leaders of the day. In later period, Bhupendra Nath Basu adopted the colour of the jersey of Mohun Bagan from the flag - the Maroon & Bottle Green, and the East Bengal Club under the imitative of Banowarilal Roy took the remaining colour yellow and the Maroon. The oldtimers will be in agreement with the writer. Therefore,

the indirect contribution to the Nation made by Federation Hall is a remarkable one.

The anti-partition agitation evoked the sympathy of the other provinces and created a spirit of unity throughout India. As a matter of fact, the Nationalist Movement of Bengal and the revolutionary Movement orginated by the Youth of Bengal, were the precursors of Freedom Movement in all parts of the country, which ultimately led to the achivement by India of her complete independence.

The construction of the Federation Hall was much delayed for various trouble and many vicissitudes. The first calamity was the death of W. C. Bonerji, who had been expected to bear the cost of the land. The second trouble was the sudden appearance of a tiled hut in the middle of the plot of land, which was claimed to be a mosque and which could not be removed by the strenuous efforts of the Hindu and Muslim leaders. The third was the re-partition of Bgengal in 1912. Then came the World War-I, the conclusion of which was followed by the Non-Co-operation Movement. The last two obstactless were the loss of possession of the land and the World War-II. However, a fresh cause for action across in favour of the erection of the Federation Hall after a disastrous Partition of Bengal, and the possession of the land was recovered as a result of a great deal of efforts of Dr. P. N. Banerjee, towards the end of 1953. He collected subscription and donations from friends and acquaintances and from members of the public and his ex-students, many of whom held responsible positions, and who were not slow to respond. He found enthussiasm in a few young men and received their unstinted loyalty and help. Thus equipped, he built the four storied building on the fore-ground of the selected site. After a lapse of fifty years the hope expressed by Ananda Mohan was going to be fulfilled. The whole project is now substantially but not completely materialised. During the presidency of Dr. Radha Binod Pal and Justice Phanibhusan Chakravartti the remaining construction was done and in recent years during the tenure of Kamal Kumar Basu additional construction of the 2nd floor was completed.

The Federation Hall is thus a Sacred Trust. It has a three-fold object view : fist, it fosters unity among the Bengali-speaking people as well as among the entire population in India; secondly, it seeks to establish friendly relations between India and the other countries of the World; and, thirdly, it provides an important centre for serious study and research in regard to economics, cultural and administrative problems on a sound and constructive basis, and above all, it will function as a memorial to the great leaders of the Swadeshi Movement.

Fifty-seven portraits and two busts of great religious leaders and eminent nation builders have been installed in the Federation Hall. This emphasizes the fundamental unity of the religions and cultures of different nations and is expressive of affinities in their social and political aims and aspirations. Thirty-one artistic pictures have been put in the art gallery of the Society at the instance of the Late Art Critic, O. C. Ganguli. At present orations in memory of past Presidents-National Leaders are delivered on important subjects. Meetings are held to discuss matters of social and political concern. Seminars are also regularly held of the cultural uplift of the people. The role of the Society in organising debates and seminars on various important topics are praiseworthy. The Library and the Free Reading Room of Federation Hall is playing an important role in the advancement of general and academic education. The Reference Section is very rich in the true sense of the term. A large Text Book Section is serving the needs of the undergraduate and postgraduate students to a great extent. As it is essential to foster goodwill and understanding between different states of India as a correct step to National Integration. Dr. P. N. Banerjee had started Language Classes for those who sought help. Later an Institute of languages has been formed to impart the teching of different State Languages and some of the important foreign languages at a very subsidised rate. Only the Session charges & a total sum of Rs. 150/- per year and no other monthly tution charges are collected. Prime Minister Indira Gandhi, on our approach granted the society the total exemption of Income Tax under Section 10(20c)v of I.T. Act, and we now enjoy the privilege of

exemption under Section 80G of I.T. Act of 1961. In the near future, the Society will establish a children's library in its adjacent vacant land at the rear side and is contemplating to install a computer for the library and the official jobs with iternet facilities. Thus it would be our aim to serve the knowledge-hunting serious readers of Calcutta Metropolitan area.

The fulfilment of all these objects will entail considerable large expenditure, both initial and recurring. The Federation Hall Society urges the charitable minded sons and daughters of our common Motherland to come forward with generous donations for the benefit of the Swadeshi Movement of Bengal which is still serving the Nation as sincerely as possible.

Bandemataram.

নবদিগন্ত শিল্পনগরীর উন্নয়নে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ

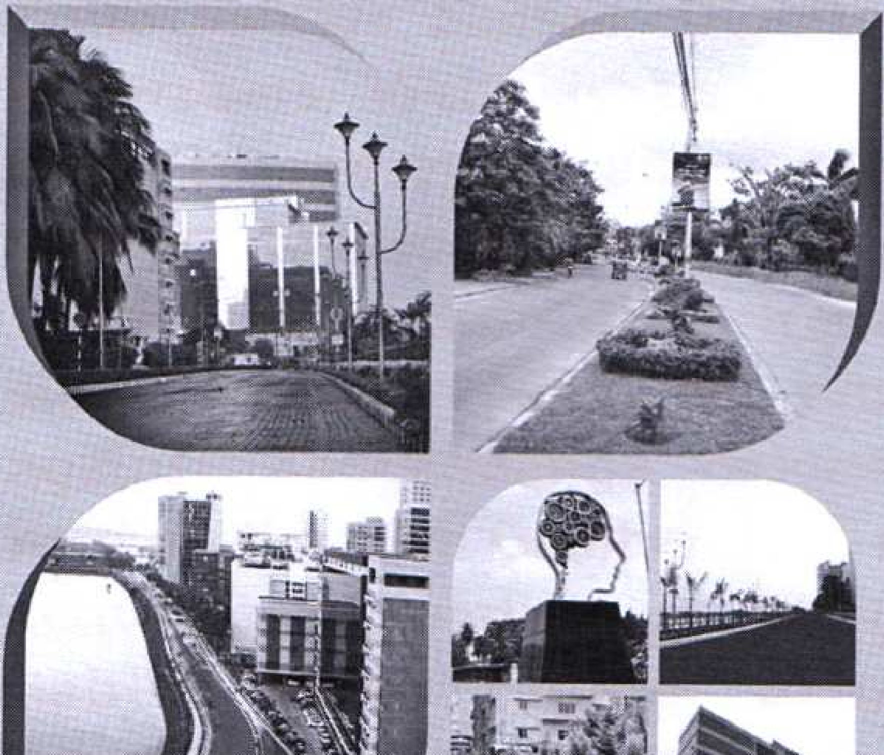

নবদিগন্ত শিল্পনগরী কর্তৃপক্ষ

নগর উন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

We express our heart felt thanks and gratitude to The State Bank of India, Sishu Sahitya Sansad, Dignitories, Advertisers, Well-wishers for their kind co-operation and gracious support towards Historic event of 119th Foundation Day trending since October 1905, to protest against Bangabhanga movement held on the 16th October 1905 with active participation of Kaviguru Rabindranath Tagore, Acharya Ananda Mohan Bose, Acharya Jagadish Chandra Bose and other distinguished personalities.

বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল—
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।।

Observance of 119th Foundation Day

Federation Hall Society

(A Heritage Institution)

16TH OCTOBER, 2023

Sponsored by :

STATE BANK OF INDIA